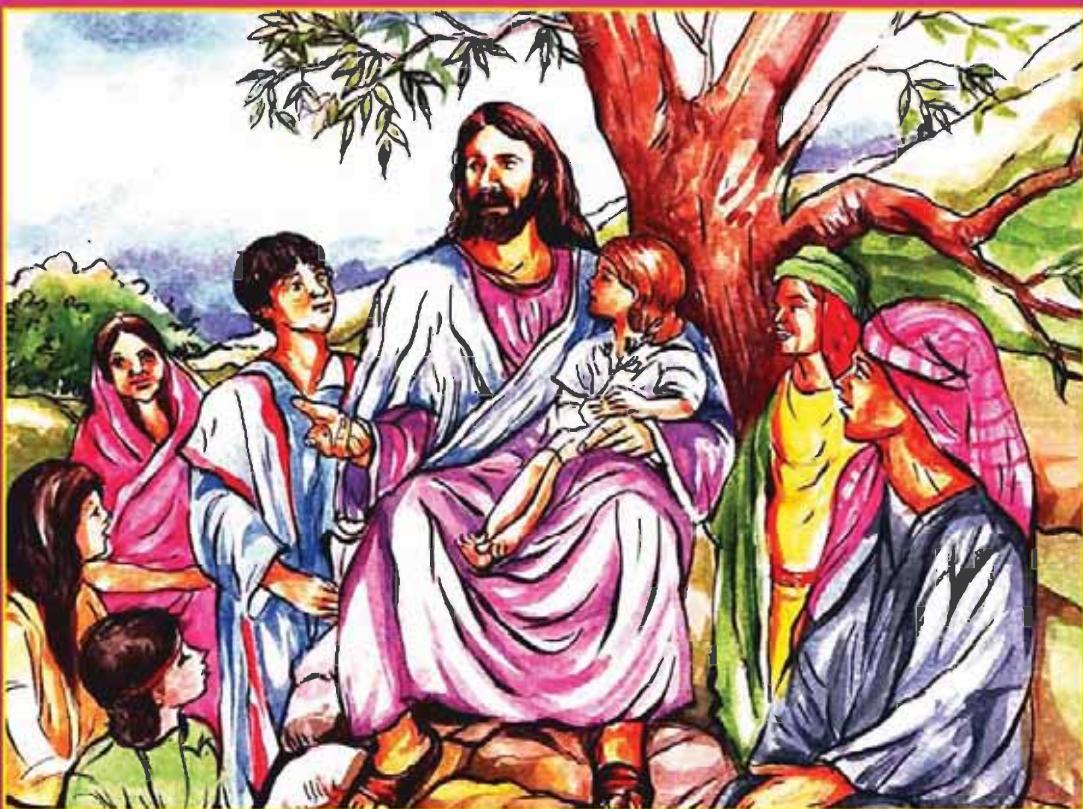


খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলুপে নির্ধারিত

খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি



রচনা ও সম্পাদনা

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসপি
সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসপি
সিস্টার মেরী মীন্টি, এসএমআরএ
মিসেস সিলভিয়া মজুমদার

চিত্রাঙ্কন
ডমিয়ন নিউটন পিনারু

শির সম্পাদনা
হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংক্রান্ত

প্রথম মুদ্রণ : ২০১২

সমন্বয়ক
ফেরিয়াল আজাদ

গ্রাফিক্স
ডমিয়ন নিউটন পিনারু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আন্তর্ভুক্ত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অস্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞান শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতৃহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাকৰ্ম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাকৰ্মে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অস্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রাস্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রাস্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাকৰ্মের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। একথা মনে রেখেই এবারের প্রিষ্ঠধর্ম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষার দিকটি যোগ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যেন ধর্মশিক্ষা শুধু তত্ত্বগত দিকেই সীমিত না থাকে, বরং তা যেন জীবনের সার্বিক দিকগুলোকে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যগত এবং মনোপেশিজ দিকগুলোকেও প্রভাবিত করে।

প্রিষ্ঠধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা ভালো ও মন্দের মধ্যেকার পর্যবেক্ষণ বুবাতে শেখে, মন্দকে পরিহার করে ও ভালোকে গ্রহণ করার মাধ্যমে চরিত্রবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠে। ঈশ্বরকে, অতঃপর ঈশ্বরের সৃষ্টি সকল প্রাণী ও প্রকৃতিকে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চিনতে এবং ভালোবাসতে পারে।

শিক্ষাকৰ্ম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতৃহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাকৰ্মের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমস্ত বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত্ত্ব প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জনাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাকৰ্ম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মানুষ ও তার উৎস	১-৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বর	৫-৮
তৃতীয় অধ্যায়	ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর	৯-১১
চতুর্থ অধ্যায়	শয়তানের পরাজয় ও শাস্তি	১২-১৭
পঞ্চম অধ্যায়	পবিত্র বাইবেল	১৮-২১
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা	২২-২৫
সপ্তম অধ্যায়	পাপ	২৬-৩০
অষ্টম অধ্যায়	মুক্তিদাতার জন্ম	৩১-৩৫
নবম অধ্যায়	পবিত্র আত্মার দান ও ফল	৩৬-৪০
দশম অধ্যায়	শ্রিষ্টমণ্ডলী	৪১-৪৪
একাদশ অধ্যায়	সাক্রান্মেষ্ট	৪৫-৪৮
দ্বাদশ অধ্যায়	নোয়া (নোহ)	৪৯-৫২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা	৫৩-৫৭
চতুর্দশ অধ্যায়	মৃত্যু ও পুনরুত্থান	৫৮-৬১
পঞ্চদশ অধ্যায়	বিশ্঵াসমন্ত্র	৬২-৬৫
ষোড়শ অধ্যায়	ভূমিকম্প	৬৬-৬৮
সপ্তদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শ্রিষ্টান শহিদ	৬৯-৭২

প্রথম অধ্যায়

মানুষ ও তার উৎস

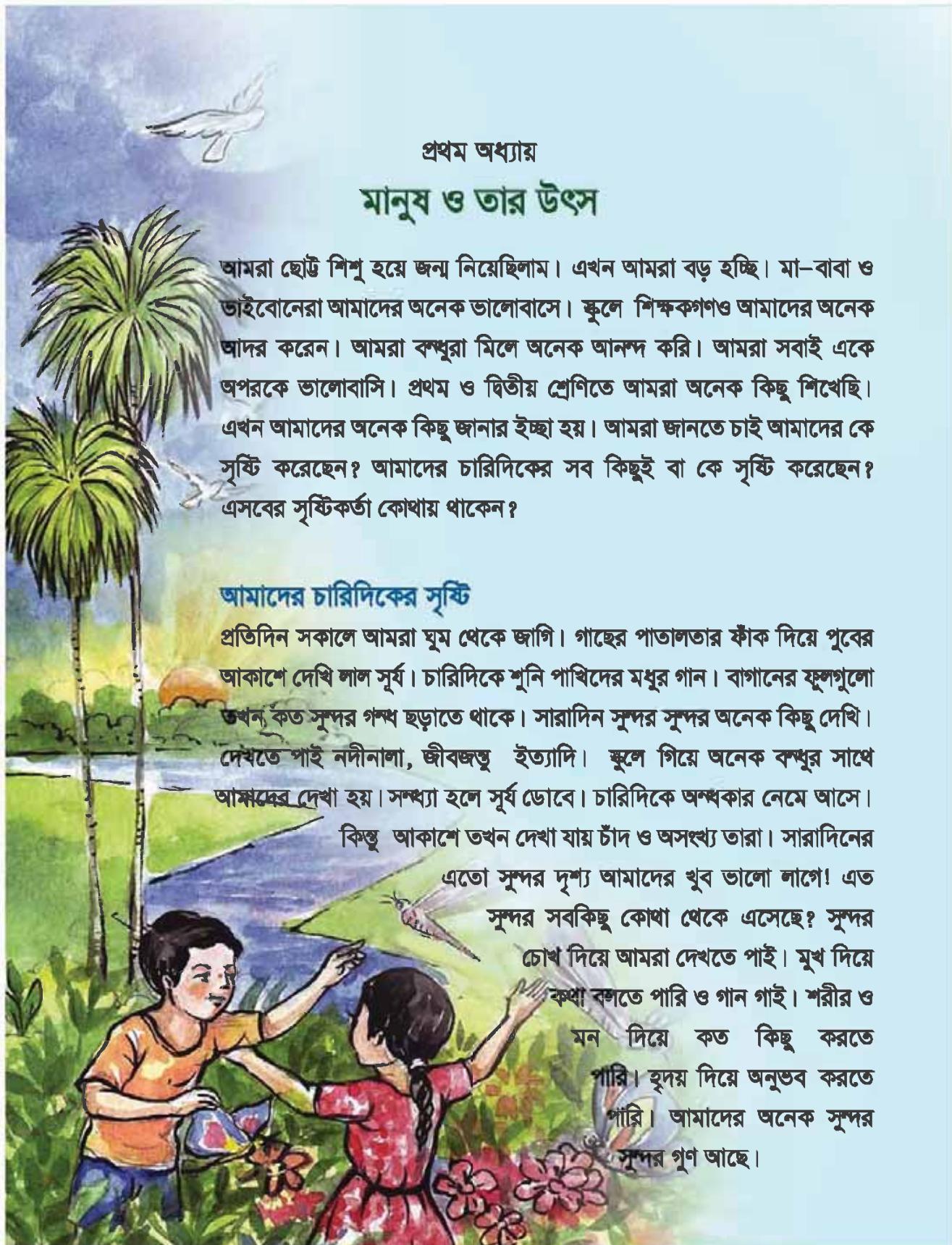
আমরা ছেউ শিশু হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম। এখন আমরা বড় হচ্ছি। মা-বাবা ও ভাইবোনেরা আমাদের অনেক ভালোবাসে। কুলে শিক্ষকগণও আমাদের অনেক আদর করেন। আমরা বন্ধুরা মিলে অনেক আনন্দ করি। আমরা সবাই একে অপরকে ভালোবাসি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। এখন আমাদের অনেক কিছু জানার ইচ্ছা হয়। আমরা জানতে চাই আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদের চারিদিকের সব কিছুই বা কে সৃষ্টি করেছেন? এসবের সৃষ্টিকর্তা কোথায় থাকেন?

আমাদের চারিদিকের সৃষ্টি

প্রতিদিন সকালে আমরা ঘূম থেকে জাগি। গাছের পাতালভার ফাঁক দিয়ে পুরো আকাশে দেখি শাল সূর্য। চারিদিকে শুনি পাখিদের মধুর গান। বাগানের ফুলগুলো তখন কত সুন্দর গম্ভীর হড়াতে থাকে। সারাদিন সুন্দর সুন্দর অনেক কিছু দেখি। দেখতে পাই নদীনালা, জীবজঙ্গ ইত্যাদি। কুলে গিয়ে অনেক বন্ধুর সাথে আমাদের দেখা হয়। সম্ম্যাহ হলে সূর্য ডোবে। চারিদিকে অশ্বকার নেমে আসে।

কিন্তু আকাশে তখন দেখা যায় চাঁদ ও অসংখ্য তারা। সারাদিনের

এতো সুন্দর দৃশ্য আমাদের খুব ভালো লাগে! এত সুন্দর সবকিছু কোথা থেকে এসেছে? সুন্দর চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পাই। মুখ দিয়ে কথা বলতে পারি ও গান গাই। শরীর ও মন দিয়ে কত কিছু করতে পারি। হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর গুণ আছে।



আমাদের মতো করে আমাদের মা-বাবা, ভাইবোন ও অন্য সকলেরও ভালো ভালো গুণ আছে। আমাদের বন্ধুরাও অনেক ভালো। আমাদেরকে এ সব কিছু কে দিয়েছেন? আমরা কোথা থেকে এলাম?

সকল সৃষ্টির মুক্তা

আমাদের মনের সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমরা পেতে পারি ইশ্বরের কাছ থেকে। ইশ্বর পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর কথাগুলো বলেছেন। পবিত্র বাইবেল হলো ইশ্বরের বাণী। বাইবেল থেকে আমরা আমাদের মনের প্রশ্নের উত্তর পাই। এখান থেকে আমরা নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারি। চারিদিকে সৃষ্টির সম্পর্কেও আমরা বাইবেল থেকেই জানতে পারি। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, ইশ্বর জগতের সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আকাশ, বাতাস, সূর্য, চাঁদ, তারা সৃষ্টি করেছেন। ইশ্বর গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্ম, নদীনালা, সাগর ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন। তাই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ইশ্বর হলেন সকল সৃষ্টির মুক্তা।



পবিত্র বাইবেল পাঠ

ইশ্বর সব কিছুর উৎস

কোনো কিছুর জন্মস্থানকে উৎস বলা যায়। যেমন, ঘর্ণার উৎস হলো পাহাড়। কিন্তু এই পাহাড়ের জন্ম হয়েছে ইশ্বরের আদেশে। তিনি শুধু আদেশ করেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্য ইশ্বর ঘর্ণার এবং পাহাড়েরও উৎস। আমরা চারিদিকে যা-কিছু দেখি, সব কিছুরই উৎস তিনি। তিনি আমাদের জীবনেরও উৎস। সব সৃষ্টির মধ্যেই আমরা ইশ্বরকে দেখতে পাই।

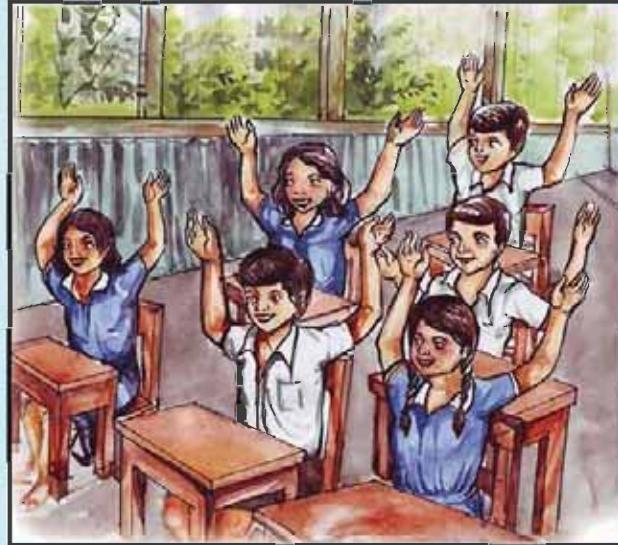


ঘর্ণার উৎস হলো পাহাড়

ঈশ্বরের প্রশংসা

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি
সব সৃষ্টির উৎস। তিনি আমাদের
ভাগোবাসেন। তাই আমরা গানের
মধ্য দিয়ে তাঁর প্রশংসা করি।

আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার
ভাবি যখন বারে বার.....
মুখ নয়নে হেরিয়া তাহা
জুড়ায় প্রাণ আমার
আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার ভাবি
যখন বারে বার.....



পরিকল্পিত কাজ: চারিদিকে যাকিছু দেখ তারা একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। ঈশ্বর মাধ্যমে আমাদের কাছে কথা বলেন।
খ। সকল সৃষ্টির স্বর্কর্তা হলেন।
গ। কোন কিছুর জন্মস্থানকে বলা হয়।
ঘ। পাহাড় হলো উৎস।
ঙ। সব সৃষ্টির উৎস হলেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। শিক্ষকগণ আমাদের	ক। গুণ আছে।
খ। আকাশে দেখা যায়	খ। আকাশে দেখা যায়
গ। আমাদের অনেক সুব্দুর	গ। অনেক আদর করেন।
ঘ। জগতের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন	ঘ। উৎস।
ঙ। ঈশ্বর আমাদের	ঙ। চাদ ও অসংখ্য তারা।
	চ। ঈশ্বর।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ আমরা একে অপরের জন্য কী করি?

(ক) নিষ্পা করি (খ) প্রশংসা করি (গ) ভালোবাসি (ঘ) ঘৃণা করি।

৩.২ আমাদের মধ্যে সুন্দর সুন্দর গুণ কে দিয়েছেন?

(ক) বাবা-মা (খ) ইশ্বর (গ) শিক্ষক (ঘ) আতীয়স্বজন

৩.৩ আমাদের বন্ধুরা কেমন?

(ক) ভালো (খ) মন্দ (গ) অসৎ (ঘ) সুন্দর

৩.৪ ইশ্বরের কথাগুলো কোথায় লেখা আছে?

(ক) গঙ্গের বহিতে (খ) ডায়েরিতে (গ) বাইবেলে (ঘ) খাতায়

৩.৫ ঝর্ণার উৎস কী?

(ক) খালবিল (খ) পাহাড় (গ) নদীনালা (ঘ) সাগর।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। এ জগত দেখতে কেমন?

খ। সৃষ্টির সেরা জীব কী?

গ। সৃষ্টির কাহিনি কোথায় লেখা আছে?

ঘ। সব কিছুর উৎস কে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। আমরা চারিদিকে কী কী দেখতে পাই?

খ। মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কাজের বর্ণনা দাও।

গ। আমরা কেন সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করব?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

আমরা জেনেছি ঈশ্বর সব সৃষ্টির উৎস। আমরা ঈশ্বরের খুব কাছে থাকি। পানিতে যেমন করে মাছ সাতার কাটে আমরাও তেমনি তাঁর মধ্যে ঢুবে রয়েছি। তবুও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানতে পারি। তাঁর সাথে আমরা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সারাবিশ্ব জুড়ে আছেন। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের অন্তরে তিনি আছেন।

মেঘের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা সৃষ্টি হলো মানুষ। তাঁর দয়া ছাড়া কোনো কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না। তিনি সবকিছু করতে পারেন।



পড়াশুনা করা

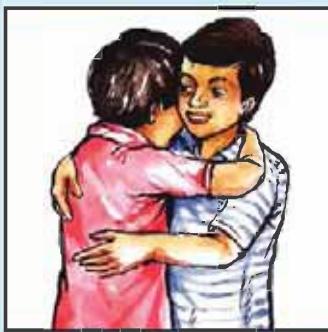
ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।
কারণ সবার মধ্যে তিনিই বুদ্ধি দেন।



দয়া করা

ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি দয়ান্ত। তিনিই সব মানুষের অন্তরে দয়া দেন।

ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল। কারণ সকলের
অন্তরে তিনিই ক্ষমা করার মনোভাব দেন।



ক্ষমা করা

ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা।
কারণ সকলের অন্তরে তিনি
ভালোবাসা দেন।



ভালোবাসা

মৃত্যু যেমন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে,
তেমনি তিনি বাঁচিয়েও তুলতে পারেন।
ঈশ্বর জীবনদাতা।

সবকিছুর মধ্যে তিনিই জীবন দেন।



নতুন জীবন

সব কিছু ঈশ্বরের নিয়ম মেনে চলে। পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড়—পর্বত, নদীনালা, সাগর, চাঁদ,
তারা, সূর্য, আকাশ, বাতাস, সবই তাঁর আদেশে চলে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন।
আমাদের সবার মধ্যে আআ দিয়েছেন। বিবেক দ্বারা ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। ক্ষমা
নেওয়া ও দেওয়ার মনোভাব দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন কাজের জন্য আমাদের বৃদ্ধি দেন। নতুন
নতুন বিষয় জানার জন্য ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান দেন। তাঁর কাছ থেকেই পাই ধৈর্য ও শোভ জয়
করার শক্তি। আমাদের মনের সব কথাও তিনি জানেন। তাঁর শক্তি ও গুণ বর্ণনা করে শেষ করা
যায় না। তাই আমরা বলি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

ঈশ্বর সব জ্ঞানগায় আছেন

ধর্মশিক্ষা ক্লাসে একদিন শিক্ষক সব শিক্ষার্থীদের হাতে একটা করে লজেন্স দিলেন। তিনি
বললেন: এই লজেন্সটি আজকে এমন জ্ঞানগায় গিয়ে খাবে যেখানে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে
না। পরদিন ক্লাসে তিনি জানতে চাইলেন, কে কে লজেন্সটা খেয়েছে। বাবণু ছাড়া সবাই

বললো তারা লজেন্স খেয়েছে। শিক্ষক জানতে চাইলেন, কেন সে লজেন্সটি খায় নি। বাবলু বললো, এমন কোনো জ্ঞানগাম খুঁজে পায় নি যেখানে কেউ তাকে দেখতে পায় না। এতে সব শিক্ষার্থী অবাক হয়ে গেল। তখন সে বললো, সব জ্ঞানগাম ঈশ্বর আছেন। তিনি সব দেখেন। সে ঐ লজেন্স খাওয়ার জন্য এমন কোনো স্থান পেলো না, যেখানে কেউ দেখতে পায় না। শিক্ষক বাবলুর কথায় খুব খুশি হলেন। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, ঈশ্বর সব জ্ঞানগাম আছেন। তিনি সবকিছু দেখেন।

ঈশ্বর নিরাকার

ঈশ্বর অদৃশ্য। তাঁর কোন আকার নেই। অদৃশ্য আত্মা হয়েও তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন ও আমাদের ভালোবাসেন। যেমন, বাতাস না থাকলে আমরা বাঁচি না। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজগত কোনো কিছুই বাতাস ছাড়া বাঁচে না। এই বাতাস আমরা দেখি না, কিন্তু সারা জগৎ জুড়েই আছে। ঈশ্বরকেও আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তিনি সব জ্ঞানগাম আছেন।

কী শিখলাম

ঈশ্বর নিরাকার। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছু জানেন, দেখেন ও করতে পারেন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন।

পরিকল্পিত কাজ: এমন দশটি কাজের নাম লেখ যা ঈশ্বর করতে পারেন।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। ঈশ্বর এবং সারাবিশ্ব জুড়ে আছেন।
- খ। সকল সৃষ্টির সেরা হলো.....।
- গ। ঈশ্বরের ছাড়া কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না।
- ঘ। ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি। তাই তিনি সবাইকে বৃদ্ধি দেন।
- ঙ। ঈশ্বর দয়ালু, তাই তিনি মানুষের অস্তরে দেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। ইশ্বর জীবনদাতা	ক। বিবেকের দ্বারা।
খ। ইশ্বর সবার অন্তরে ভালোবাসা দেন,	খ। ইশ্বর।
গ। সবকিছু নিয়ম মেনে চলে	গ। সবকিছুতে তিনি জীবন দেন।
ঘ। ভালোমন্দ বোবার ক্ষমতা পাই	ঘ। ইশ্বর নিজেই ভালোবাসা।
ঙ। আমাদের মনের সব কথা জানেন	ঙ। ক্ষমাশীল।
	চ। ইশ্বরের দ্বারা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ ইশ্বরের আকার কেমন?

(ক) গোলাকার (খ) নিরাকার (গ) ত্রিকোণাকৃতি (ঘ) ডিম্বাকৃতি

৩.২ বিশ্বের সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?

(ক) মানুষ (খ) যীশু (গ) পিতা ইশ্বর (ঘ) পবিত্র আত্মা

৩.৩ কী না পেলে আমরা বাচি না?

(ক) বাতাস (খ) ঝড় (গ) গাছপালা (ঘ) বন্যা

৩.৪ সকল সৃষ্টির মধ্যে উত্তম সৃষ্টি কী?

(ক) গাছপালা (খ) পাহাড়পর্বত (গ) সমুদ্রের পানি (ঘ) মানুষ

৩.৫ নতুন নতুন বিষয় জানার জন্য ইশ্বর আমাদের কী দেন?

(ক) জ্ঞান (খ) বিবেক (গ) ক্ষমার মনোভাব (ঘ) বুদ্ধি

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মানুষ কার মধ্যে দ্রুবে থাকে ?

খ। ইশ্বর কোথায় থাকেন ?

গ। ইশ্বর কীভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন ?

ঘ। ইশ্বর আমাদের মধ্যে বিবেক দেন কেন ?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ইশ্বরের কাজগুলো কী কী ?

খ। ইশ্বরের সৃষ্টিকাজের বর্ণনা দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিব্যক্তি ইশ্বর



ত্রিব্যক্তি ইশ্বর

শৈশব থেকেই আমরা ত্রিব্যক্তি ইশ্বর সম্পর্কে জানতে শুরু করি। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে জানতে থাকি। তবুও যেন ত্রিব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের জানা শেষ হয় না। ‘ত্রিব্যক্তি’ কথার অর্থ তিন ব্যক্তি। পিতা, পুত্র ও পুরিত্রি আত্মা-এই তিন ব্যক্তি মিলে এক ইশ্বর। এই বিষয়টি হলো একটি রহস্য। এটি আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না। অনেকখানি অজানা থাকে। পুরোপুরি না জানলেও ত্রিব্যক্তি ইশ্বরের আমরা বিশ্বাস করি।

ইশ্বর একজন

আমরা জানি, ইশ্বর শুধু আত্মা। তাঁকে আমরা দেখতে পাই না বলে তাঁকে সম্মূর্ণভাবে জানতেও পারি না। তাই তিনি নিজের পুত্রকে আমাদের জন্য গাঠালেন। পুত্র ইশ্বর নিজেকে প্রকাশ করলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা পিতা ইশ্বরকে জানতে পারলাম। পিতা ও পুত্রের মধ্য দিয়ে আমরা পুরিত্রি আত্মাকে জানতে পারলাম। পিতা, পুত্র ও পুরিত্রি আত্মার মাধ্যমে আমরা জানলাম যে, ইশ্বর এক।

তিন ব্যক্তি সমান

তিন ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান। কেউ বড় বা কেউ ছোট নন। তিন ব্যক্তি পরস্পরের সাথে এক। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি আলাদা নন। পিতা, পুত্র ও পুরিত্রি আত্মা এক। পিতা সৃষ্টিকাজ করেন। সৃষ্টির সময় পুত্র ইশ্বর ও পুরিত্রি আত্মা ইশ্বরের সাথে ছিলেন।

পিতা ইশ্বরের কাছ থেকে পুত্র ইশ্বর এসেছেন। পুত্র ইশ্বর মুক্তি কাজ সম্পন্ন করেন। মুক্তি কাজের সময় পিতা ও পবিত্র আজ্ঞা পুত্রের সঙ্গে ছিলেন। পিতা ও পুত্র থেকে পবিত্র আজ্ঞা আসেন। তিনি এখন আমাদের সাথে রয়েছেন। আমাদের সহায়ক তিনি। তাঁর সকল কাজে পিতা ও পুত্র রয়েছেন। এভাবে আমরা এক ইশ্বরের বিশ্বাস করি। এক ইশ্বরের উপাসনা করি।



তিনে মিলে এক

তিন ব্যক্তি মিলে এক ইশ্বর

পবিত্র ত্রিতৃ আমাদের কাছে একটি গভীর রহস্য। কী করে ইশ্বর মাত্র একজন, অথচ তিন ব্যক্তি হতে পারেন? একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা ত্রিব্যক্তি ইশ্বর সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পারি। যেমন একটি দ্রাক্ষগাছের মূল কাণ্ড একটা, কিন্তু এর অনেক ডালপালা আছে। সবগুলো ডালপালার গুরুত্ব সমান। সবগুলো অংশ মিলে একটি গাছ হয়। সব ডালপালা মিলে গাছের ফল উৎপাদন করেন ও আমাদের জন্য সুস্থানু ফল দেয়।

কী শিখলাম

ইশ্বর এক, কিন্তু তিন ব্যক্তি। পিতা ইশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, পুত্র ইশ্বর মুক্তি আনেন এবং পবিত্র আজ্ঞা অনুপ্রেরণা দেন, সহায়তা করেন ও আমাদের মধ্যে বাস করেন। আমরা এক ইশ্বরের উপাসনা করি।

পরিকল্পিত কাজ: ইশ্বরের তিন ব্যক্তি কে কে এবং কে কী তা লেখ।

অনুশীলনী

- ১। শূন্যস্থান পূরণ কর
ক। এক ইশ্বরে ব্যক্তি আছেন।
- খ। ত্রিব্যক্তি কথার অর্থ।
- গ। পুত্র ইশ্বর কাজ করেন।
- ঘ। পবিত্র আজ্ঞা আমাদের দেন।
- ঙ। আমরা এক ইশ্বরে করি।

୨। ବାମ ପାଶେର ଅଥୟେର ସାଥେ ଡାନ ପାଶେର ଅଥ୍ ମିଳାଓ

କ । ଏକ ଈଶ୍ଵରେ	କ । ପିତା ଈଶ୍ଵର ।
ଖ । ସୃଷ୍ଟିର କାଜ କରେନ	ଖ । ପୁତ୍ର ।
ଗ । ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ବାସ କରେନ ।	ଗ । ତିନ ବ୍ୟକ୍ତି
ଘ । ପିତା ଓ ପୁତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା ଜାନତେ ପାରି	ଘ । ସନ୍ତାନ ।
	ଓ । ପବିତ୍ର ଆଆକେ ।

୩। ସଠିକ ଉତ୍ସରଟିର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ

୩.୧ ଏକ ଈଶ୍ଵରେ କତଙ୍ଗନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଛେନ ?

(କ) ଏକଜନ (ଖ) ଦୁଇଜନ (ଗ) ତିନଙ୍ଗନ (ଘ) ଚାରଙ୍ଗନ

୩.୨ ପୁତ୍ରକେ ଜାନାର ପଥ ହଲୋ :

(କ) ମାନୁଷ (ଖ) ସ୍ଵର୍ଗେର ଦୂତବୃଦ୍ଧ (ଗ) ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପିତା (ଘ) ପବିତ୍ର ଆଆ

୩.୩ ପିତା ଈଶ୍ଵରକେ କେ ପ୍ରକାଶ କରେନ ?

(କ) ପିତା (ଖ) ପୁତ୍ର (ଗ) ପବିତ୍ର ଆଆ (ଘ) ତ୍ରିବ୍ୟକ୍ତି

୩.୪ ତିନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ –

(କ) ଛୋଟ–ବଡ଼ (ଖ) ଆଲାଦା (ଗ) ଯାର ଯାର ମତୋ (ଘ) ସମାନ

୩.୫ ପବିତ୍ର ଆଆ କୀ ହିସେବେ କାଜ କରେନ ?

(କ) ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା (ଖ) ଅନୁପ୍ରେରଣାଦାତା (ଗ) ଜୀବନଦାତା (ଘ) ମୁକ୍ତିଦାତା

୪। ସଂକ୍ଷେପେ ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ସର ଦାଓ

କ । ‘ତ୍ରିବ୍ୟକ୍ତି’ କଥାର ଅର୍ଥ କୀ ?

ଖ । ସୃଷ୍ଟିର କାଜ କେ କରେନ ?

ଗ । ପୁତ୍ରର କାଜ କୀ ?

ଘ । ଆମାଦେର ସହାୟକ କେ ?

୫। ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ସର ଦାଓ

କ । ତ୍ରିବ୍ୟକ୍ତି କୀଭାବେ ସମାନ ?

ଖ । ତ୍ରିବ୍ୟକ୍ତି ମିଳେ କୀଭାବେ ଏକ ଈଶ୍ଵର ?

চতুর্থ অধ্যায়

শয়তানের পরাজয় ও শান্তি

পৃথিবীতে আমরা সবাই সুখে বাস করতে চাই। আমরা চাই শান্তি, আনন্দ, ভালোবাসা, সহানুভূতি, নিরাপত্তা ও এরকম ভালো অবস্থা। কিন্তু সমাজে দেখি এগুলোর কত অভাব। চারিদিকে দেখি অনেক অশান্তি, অন্যায়-অত্যাচার, ঘৃণা, বাগড়াবিবাদ, নিরাপত্তাহীনতা, বিনা কারণে দুঃখকষ্ট ইত্যাদি। অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, একের পর এক মন্দতা কোথা থেকে আসে? কেন এগুলো একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় না? এগুলোর উভর পেতে হলে আমাদের পাঠ করতে হবে পবিত্র বাইবেল। পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে, এসব দুঃখকষ্ট ও মন্দতার উৎস হলো শয়তান। শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদেরকে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য শয়তান নানা রকম ফন্দি আটছে। সে আমাদেরকে নানা রকম প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করেই যাচ্ছে। এত প্রলোভনের মধ্যে আমাদের মন খুব শক্ত রাখতে হবে। আমাদেরকে ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। সেই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা প্রতিদিনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কার পরামর্শ শুনবো-ঈশ্বরের নাকি শয়তানের?



স্বর্গ থেকে বিভাড়িত শয়তান

শয়তানের পরিচয়

যাকে আমরা শয়তান বলি তার আর এক নাম হলো দিয়াবল। সে এবং তার অনুসারীরা আগে অন্য স্বর্গদুতদের মতোই ভালো স্বর্গদুত ছিল। তারাও অন্য স্বর্গদুতদের মতো আগে সর্বদা ঈশ্বরের

আরাধনা করত। কিন্তু ক্রমে তাদের মধ্যে ঈর্ষা হলো। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তারা পাপ করল। সেই পাপের পর থেকে তাদেরকে শয়তান বা দিয়াবল বলে ডাকা হয়। সাধু যোহন শয়তানের নাম দিয়েছেন নাগদানব। কারণ তিনি স্বর্গের একটি দৃশ্যের মধ্যে ঐ নাগদানবটিকে দেখতে পেয়েছেন। তার সাতটি মাথা আর দশটি শিৎ ছিল। সে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

শয়তান ও তার সঙ্গীদের অপরাধ

সেই নাগদানব অর্ধাৎ শয়তান ও তার সঙ্গীদের মধ্যে অহংকার প্রবেশ করল। তারা গর্বিত হয়ে উঠল। ঈশ্বরের রাজত্ব গ্রহণ না করে তারা বিদ্রোহ করলো। তারপর স্বর্গে একটা যুদ্ধ বেঁধে গেল। মহাদূত মিখায়েল ও তাঁর দুতবাহিনী সেই নাগদানব বা শয়তান ও তার দলের সাথে যুদ্ধ করলেন। নাগদানব বা শয়তান ও তার অপদূত-বাহিনী নিয়ে মহাদূত মিখায়েল ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত শয়তান ও তার দল পরাজিত হলো। স্বর্গে তাদের আর থাকতে দেওয়া হলো না। সেখান থেকে তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো নরকে।

শয়তানদের শাস্তি

পরাজিত শয়তান ও তার সঙ্গীদের ঈশ্বর অনুভাপের কোন সুযোগ দিলেন না। কারণ তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা এই অপরাধ করেছে। ঈশ্বর তাদের মহাশাস্তির ব্যবস্থা করলেন। শয়তানদের জন্য ঈশ্বর একটি নরক সৃষ্টি করলেন। এটি এমন একটি স্থান যেখানে সব সময় দাউ দাউ করে আগুন ঝলকে। এই আগুন কখনও নিভে না। ঈশ্বর তাদেরকে সেখানে নিষ্কেপ করলেন। শয়তান ও তার সঙ্গীরা নরকের আগুনে সারা জীবন পুড়তে থাকল।

শয়তানের কাজ চলছে

শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশেখ নেওয়ার জন্য সব সময় কাজ করে চলছে। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে, শয়তানেরা সারা জগতটাকে ভোলায়। সে সবরকম মিথ্যার জন্য দেয় এবং দলাদলি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। তারা



মানুষকে পাপে ফেলার জন্য সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রথমে তারা হ্বাকে ও পরে আদমকে পাপে ফেলেছে। যীশুকে শত চেষ্টা করেও শয়তান পাপে ফেলতে পারে নি। যীশু শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। যাদের বিশ্বাস দুর্বল, তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে। কিন্তু যাদের বিশ্বাস শক্ত, তারা শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। যারা সব সময় মন্দ কাজ করে তারা শয়তানের বংশধর। বর্তমান যুগে কোন কোন মানুষ অন্য মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। তারা সব সময় ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলে ও অন্যকে সেভাবে চলতে শিখায়। এরকম কাজ যারা করে, তারা শয়তানের বংশধর। যাদের বিশ্বাস দুর্বল, তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে। কিন্তু যাদের বিশ্বাস শক্ত, তারা শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। যারা সব সময় মন্দ কাজ করে তারা শয়তানের বংশধর। বর্তমান যুগে কোন কোন মানুষ অন্য মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। তারা সব সময় ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলে ও অন্যকে সেভাবে চলতে শিখায়। এরকম কাজ যারা করে, তারা শয়তানের বংশধর।

শয়তানকে পরাজিত করতে হবে

প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যীশু শ্রিষ্ট পৃথিবীতে এসেছেন শয়তানের কাজগুলোকে ধ্বংস করে দিতে। যীশু ঠাঁর কাজ দ্বারা ঠাঁর উদ্দেশ্য সফল করেছেন। তিনি ঠাঁর শিষ্যদের কাছে বলেন, “আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-বলকের মতো ঝর্ণ থেকে পড়তে দেখলাম” (লুক ১০:১৮)। মরুভূমিতে শয়তান যীশুকে প্রলোভন দিতে এসেছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, ‘দূর হও শয়তান’। তখন শয়তান যীশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

আমরা যদি শয়তানকে পরাজিত করতে চাই, তবে আমাদেরও যীশুর মতো কাজ করতে হবে। আমরাও প্রলোভনের সময় শয়তানকে বলতে পারি, ‘দূর হও শয়তান’। তখন শয়তান আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে।



নেতৃত্ব শিক্ষা

শয়তানের কাজ	ঈশ্বরের কাজ
অহংকার করা	অহংকার করা
ঈশ্বরের বিরোধিতা করা	ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া
অন্যকে ভুল পথে চালিত করা	সঠিক পথে চালিত করা
দলাদলি করা	একতা আনা
অশান্তি সৃষ্টি করা	শান্তি স্থাপন করা
মিথ্যার জন্ম দেওয়া	সত্য প্রতিষ্ঠা করা

কী শিখলাম

শয়তানের পরাজয়ের কারণ হলো অহংকার ও গর্ব। পরাজয়ের ফলে শয়তান ও তার সঙ্গীরা নরকের শান্তি ভোগ করছে। চিরদিন তারা পুড়বে ও কষ্ট পাবে। তার মধ্যেই মিথ্যার জন্ম। যারা তার অনুসরণ করে তারা শয়তানের বশধর। কিন্তু যারা যীশুর পথে চলে তারা ঈশ্বরের সন্তান।

পরিকল্পিত কাজ শয়তানের পাঁচটি কাজ লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। দুঃখ কষ্ট ও মন্দতার উৎস হলো.....।
- খ। পৃথিবীতে সবাই বাস করতে চাই।
- গ। শয়তানের অপর নাম.....।
- ঘ। প্রলোভনের মধ্যেও আমাদের মন রাখতে হবে।
- ঙ। শয়তান সর্বদা আমাদের নানারকম ফেলার চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার ঘাঁটা শয়তান	ক। নাগদানব।
খ। সাধু ঘোহন শয়তানের নাম দেন	খ। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে।
গ। শয়তান ইশ্বরের বিরুদ্ধে সব সময় কাজ করে	গ। পাপ করল।
ঘ। শয়তানের জন্য ইশ্বর	ঘ। প্রতিশেধ নেবার জন্য।
ঙ। যাদের বিশ্বাস দুর্বল তারা	ঙ। নরক সৃষ্টি করলেন।
	চ। পাপে ফেলতে পারে নি।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ ইশ্বর কাদের জন্য মহাশাস্ত্র ব্যবস্থা করেন?

- (ক) মানুষের (খ) শয়তানের
 (গ) যীশুর (ঘ) শিষ্যদের

৩.২ শয়তান ও তার সঙ্গীরা কৌনের আগুনে সারা জীবন পুড়তে থাকল?

- (ক) ভর্ণের (খ) মধ্যস্থানের
 (গ) পাতালের (ঘ) নরকের

৩.৩ শয়তান যীশুকে কোথায় প্রলোভন দিতে এসেছিল?

- (ক) মরুভূমিতে (খ) পাহাড়ে
 (গ) মাঠে (ঘ) মন্দিরে

৩.৪ শয়তানের পরাজয়ের কারণ কী?

- (ক) অহংকার ও গর্ব (খ) হিংসা ও রাগ
 (গ) মিথ্যা ও দুর্লাম (ঘ) মিথ্যা ও রাগ

৩.৫ কারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে?

- (ক) বিশ্বাসে সবল যারা (খ) মিথ্যাবাদী যারা
 (গ) বিশ্বাসে দুর্বল যারা (ঘ) শারীরিকভাবে দুর্বল যারা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে কী বলা হয়েছে ?
খ। শয়তানের বৎসর কারা ?
গ। মরুভূমিতে শয়তানকে যীশু কী বলেছিলেন ?
ঘ। কারা নরকের আগুনে সারা জীবন পুড়বে ?

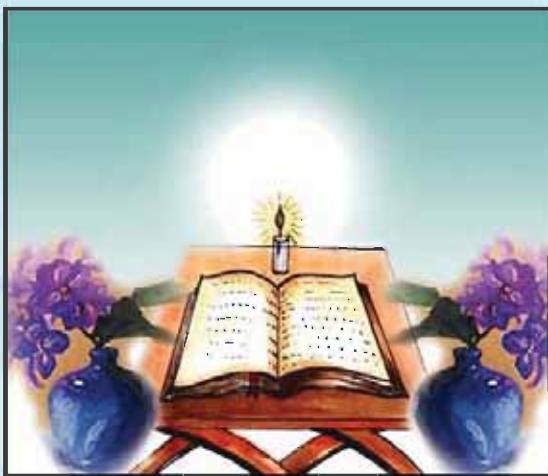
৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। ঈশ্বরের কাঙ্গলো কী কী ?
খ। পরাজিত শয়তানদের ঈশ্বর কীরূপ শাস্তি দিলেন ?
গ। শয়তানকে পরাজিত করার জন্য যীশু আমাদের কী করতে বলেন ?
ঘ। শয়তানের পরিচয় কী ?

পঞ্চম অধ্যায়

পবিত্র বাইবেল

‘বাইবেল’ শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল অর্থ হচ্ছে বইপুস্তক। একটা লাইব্রেরিতে যেমন অনেক বই থাকে, তেমনি বাইবেলও একটা লাইব্রেরির মতো। কারণ অনেকগুলো ছোট-বড় পুস্তক নিয়ে হলো বাইবেল। এখন আমরা যে ধরনের বই দেখি বা ব্যবহার করি, আগের দিনে সেরকম ছিল না। তখনও কাগজ আবিষ্কার হয় নি। তখন বই লেখা হতো চামড়া অথবা পাতার উপর। পুরো বইটা হাত দিয়ে লেখা হতো। প্রথম বাইবেল লেখা হয়েছিল চামড়ার উপর।



পবিত্র বাইবেল

আমরা যেন আশা না হারাই। পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের কথাগুলো আমরা অবশ্যই ভক্তি সহকারে পাঠ করব, গ্রহণ করব ও মেনে চলব।

বাইবেল একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ

ঈশ্বর পবিত্র। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। বাইবেল হলো সেই পবিত্র ঈশ্বরের কথা। বাইবেলে লিখিত প্রতিটি কথাই পবিত্র। যুগের পর যুগ পবিত্র ঈশ্বর কীভাবে মানব জাতিকে ভালোবাসলেন, তাই বাইবেলে লেখা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলকে আমরা সর্বদা শ্রদ্ধা করি।

বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী

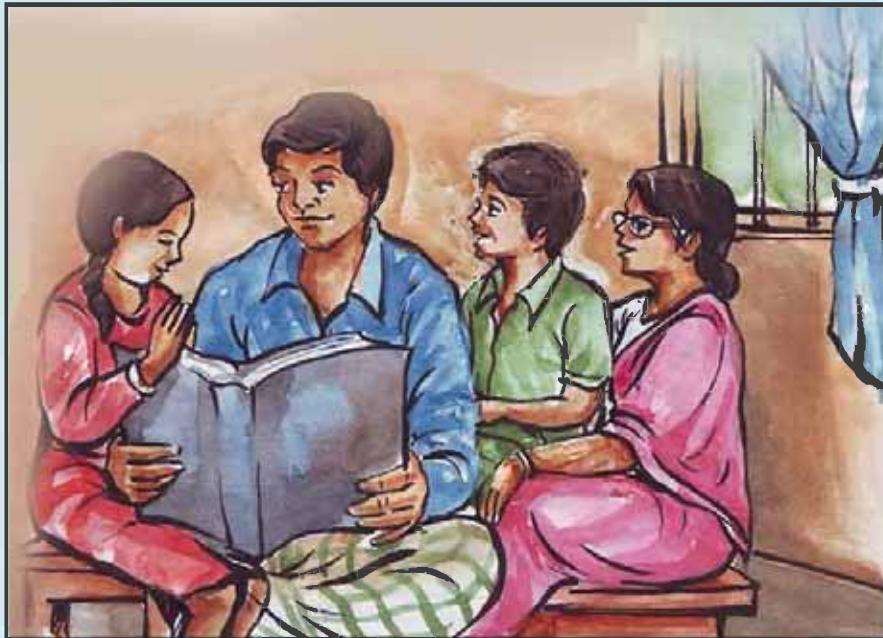
পবিত্র বাইবেল হলো খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী বা কথা। ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা ও ইচ্ছার কথা জানতে পারি। কীভাবে তিনি আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন তা জানতে পারি। তাঁর ইচ্ছা জেনে পাপের পথ ত্যাগ করে পবিত্রতার পথে চলতে পারি।

পৃথিবীতে নানা রকম মন্দতা ধাকলেও

যেমন মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনের কথা মেনে চলার মাধ্যমে তাঁদেরকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। তেমনিভাবে পবিত্র বাইবেলের বাণী অনুযায়ী জীবন যাপন করে আমরা ইশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বাইবেল পাঠ

পবিত্র বাইবেল পাঠ করার অর্থ প্রার্থনা করা। আর প্রার্থনা করার অর্থ হলো ইশ্বরের সাথে কথা বলা। আমরা যখন পবিত্র বাইবেলের সামনে বসি তখন যেন মনে রাখি, আমরা ইশ্বরের সামনেই বসে আছি। যখন বাইবেলের বাণী শুনি তখন ইশ্বরের বাণী শুনি। বাইবেলের কথাগুলো শুধু মুখ্য করলে বা মানুষকে শোনাতে পারলেই যথেষ্ট নয়। অথবা বাইবেলকে যত্ন সহকারে আলমারীতে বা সেলফে রেখে দিলেও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। বরং ইশ্বরের বাণী আমাদের জীবনে মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। এজন্য বাইবেল পাঠের পর নীরবে ইশ্বরের বাণী নিয়ে ধ্যান করতে হয়। ইশ্বরের কথা শোনার চেষ্টা করতে হয়। এভাবে আমরা আমাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতি বুবাতে ও তাঁর ইচ্ছা জানতে চেষ্টা করি।



বাবা সকলকে বাইবেল পাঠ করে শোনাচ্ছেন

কী শিখলাম

অনেকগুলো গুস্তক নিয়ে বাইবেল। বাইবেল আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল হলো ঈশ্বরের কথা, আমাদের মুক্তির ইতিহাস। শুন্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের সামনে বাইবেল পাঠ করতে হয়।

পরিকল্পিত কাজ

- ১। একটি বাইবেলের একপাশে জলঙ্গ মোমবাতি অন্যপাশে একটি কুশের ছবি খাতায় অঙ্কন কর।
- ২। গান গাও: বাইবেল, বাইবেল, বাইবেল/ পবিত্র এই বাইবেল

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। বাইবেল কথাটি ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে।
 খ। বাইবেল হলো একটি মতো।
 গ। শ্রিষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো।
 ঘ। বাইবেলে লিখিত প্রতিটি কথাই।
 ঙ। বাইবেল হলো ইতিহাস।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। শ্রিষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ	ক। চামড়ার উপর।
খ। বাইবেল একটা	খ। বাইবেল।
গ। প্রথম বাইবেল লেখা হয়েছে	গ। ঈশ্বরের উপস্থিতিত।
ঘ। ঈশ্বরের বাণী অনুসারে জীবন যাপন করা	ঘ। লাইব্রেরির মতো।
	ঙ। বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ বাইবেল কেমন ধর্মগ্রন্থ?

- (ক) পবিত্র
- (খ) সাধারণ
- (গ) অসাধারণ
- (ঘ) বিশেষ

৩.২ আগের দিনে বই কোথায় লেখা হতো?

- (ক) পাথরের উপর
- (খ) কাগজের উপর
- (গ) চামড়ার উপর
- (ঘ) পাতার উপর

৩.৩ ইশ্বর কাঁচ মাধ্যমে আমাদের কাছে কথা বলেছেন?

- (ক) ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে
- (খ) সরকারের মাধ্যমে
- (গ) দূতদের মাধ্যমে
- (ঘ) প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে

৩.৪ ইশ্বরের বাণী পাঠ করে মানুষ কাঁচ ইচ্ছা জানতে পারে?

- (ক) শয়তানের
- (খ) দিয়াবলের
- (গ) ইশ্বরের
- (ঘ) মানুষের

৩.৫ পবিত্র বাইবেলের বাণী কীভাবে পাঠ করব?

- (ক) অপবিত্রভাবে
- (খ) ভক্তিসহকারে
- (গ) সাধারণভাবে
- (ঘ) অসাধারণভাবে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। বাইবেল কী?

খ। বাইবেলে কী লেখা আছে?

গ। কেমন করে বাইবেল পাঠ করতে হয়?

ঘ। প্রার্থনা করার অর্থ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। বাইবেল কাকে বলে?

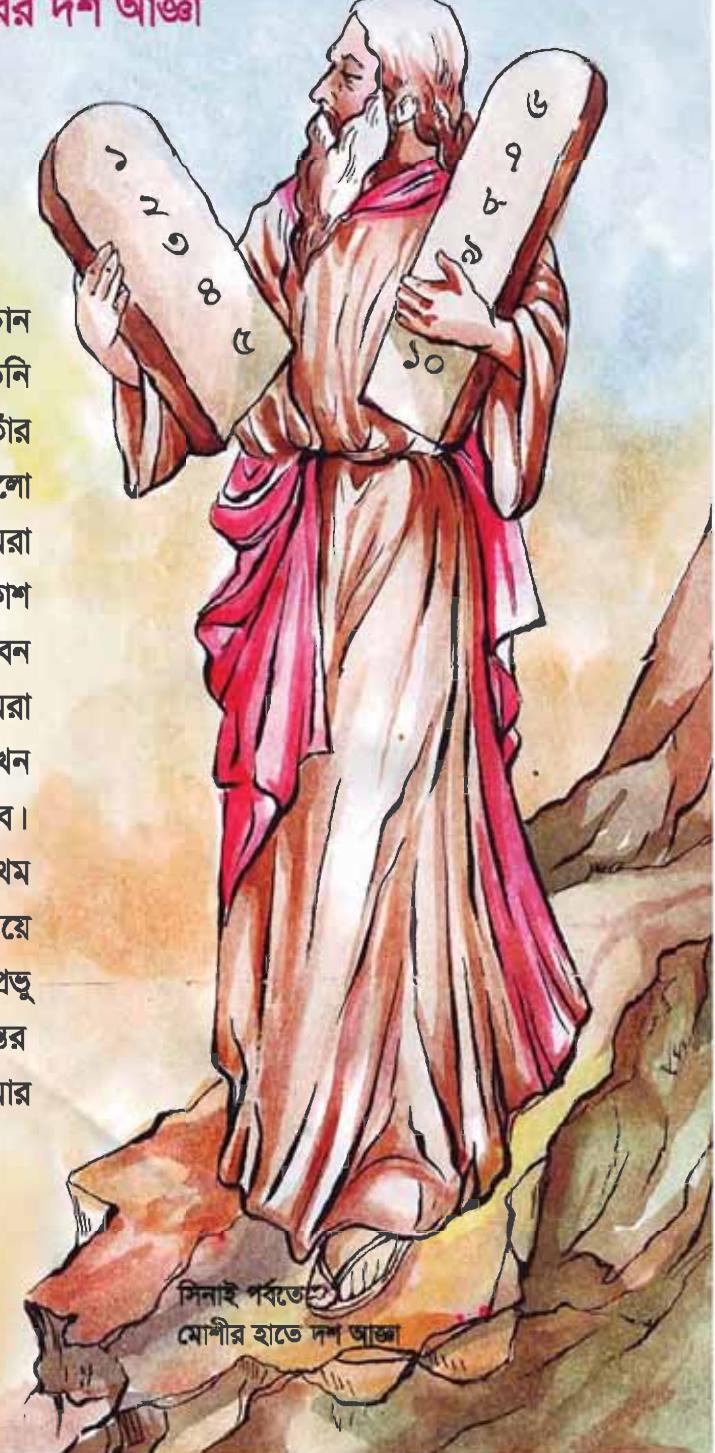
খ। বাইবেল ইশ্বরের বাণী, ভূমি কীভাবে বুবাবে?

গ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বাইবেলের গুরুত্ব কতটুকু?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তাই তিনি চান আমরা যেন প্রকৃত সুখী মানুষ হই। তিনি আমাদের জন্য দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা এই যে, আমরা যেন এই আজ্ঞাগুলো পালন করি। এগুলো পালন করলে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। এভাবে আমরা সুখী জীবন যাপন করতে পারি। আগের শ্রেণিতে আমরা ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা ধীরে ধীরে আজ্ঞাগুলোর অর্থ জানব। প্রথমে আমরা জেনে নিব ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ। ঈশ্বর মোশীর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বলেন: “তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অস্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে।”



সিনাই পর্বতে
মোশীর হাতে দশ আজ্ঞা

ইশ্বরের দশ আজ্ঞা

- ১। তুমি আপন প্রভু ইশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।
- ২। ইশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না।
- ৩। বিশ্বামিত্র (রবিবার) বিশ্বাম করে তা শুন্ধভাবে পালন করবে।
- ৪। পিতামাতাকে সম্মান করবে।
- ৫। নরহত্যা করবে না।
- ৬। ব্যতিচার করবে না।
- ৭। ছুরি করবে না।
- ৮। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।
- ৯। পরস্ত্রী/পরপুরুষে গোত্র করবে না।
- ১০। পরদ্রব্যে লোত করবে না।

প্রথম আজ্ঞা: তুমি আপন প্রভু ইশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।

প্রথম আজ্ঞার অর্থ: প্রভু ইশ্বর আমাদের জন্য এই আজ্ঞাটি দিয়েছেন, আমরা যেন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। আমরা যেন স্বীকার করি তিনি সর্বদা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। কখনও তাঁর পরিবর্তন হয় না। তিনি সব সময় বিশ্বস্ত ও ন্যায়বান। তাঁর মধ্যে কেোন মন্দতা নেই। তাই তিনি চান আমরা যেন তাঁর বাণী গ্রহণ করি। তাঁর উপর যেন পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি। সব সময় যেন স্বীকার করি যে, তিনি সব কিছুর কর্তা, সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও মঙ্গলময়। আমরা তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারি। তাঁকে ভালোবাসতে পারি।

ইশ্বরকে পূজা করার অর্থ হচ্ছে তাঁর আরাধনা বা উপাসনা করা। ইশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা করার সময় আমরা স্বীকার করি যে, তিনি স্বর্ষ্টা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। আরও স্বীকার করি, তিনি ক্ষমাশীল, প্রেময়, সবকিছুর প্রভু ও কর্তা। আরাধনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

নিজেদেরকে তাঁর কাছে সম্মূর্ণভাবে দান করি। আমরা স্বীকার করি, তিনিই সব কিছুর উৎস। তাঁর মধ্য দিয়েই সব কিছু টিকে আছে। ইশ্বরের আরাধনা করার মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব নিয়ে ইশ্বরের মহান কাজ শরণ করি। মারীয়ার মতো নম্ব হই। আমরা স্বীকার করি যে, আমরা তাঁর মতো পবিত্র নই। তাই তাঁর পবিত্রতা স্বীকার করি ও দয়া চাই। ইশ্বরের উপাসনার মাধ্যমেই আমরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করি। আমরা আরও বেশি দায়িত্বশীল হই ও তাঁর প্রতি বাধ্য হতে শিখি।

কীভাবে ইশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা করা যায়

- ১। ইশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে;
- ২। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে;
- ৩। তাঁর প্রশংসা করে;
- ৪। প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালনের মাধ্যমে;
- ৫। ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করে;
- ৬। ইশ্বর ও মানুষকে ভালোবেসে;
- ৭। দীনদরিদ্রদের সেবা করে;
- ৮। তাঁর ইচ্ছা পালন করে ও বাধ্য থেকে।

সপ্ত ও সমর্পণ দুই ভাইবোন। এক জনের বয়স ১০ অন্য জনের বয়স ৭ বৎসর। তাদের দুইজনেরই রয়েছে ইশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা। তারা প্রতিদিন সম্ম্যায় মায়ের সাথে প্রার্থনা করে। তাদের মা বাইবেগ পাঠ করে শোনালে তারা মন দিয়ে শোনে। চিভিতে তাদের প্রিয় অনুষ্ঠান থাকলেও তারা প্রার্থনা বাদ দেয় না। রবিবার দিন স্কুল খোলা থাকলেও তারা নিয়মিত শিষ্টযাগে যায়। রাস্তায় গরিব দৃঢ়ী মানুষ দেখলে তারা দান করে। উৎসবের সময় বাবামায়ের কাছে বেশি দামী জামাকাপড় দাবি করে না। তারা সবার সাথে মিলেমিশে থাকে। সব বিষয়ে তারা ইশ্বরের কথামতো চলতে চেষ্টা করে। বিপদে আপদে ইশ্বরের উপর ভরসা রাখে।

কী শিখলাম

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তিনি চান আমরা যেন সুখী মানুষ হই। তাই তিনি আমাদেরকে দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি চান আমরা যেন এই আজ্ঞাগুলো পালন করি। সব সময় যেন ঠাঁর আরাধনা করি।

পরিকল্পিত কাজ

- ১। তুমি কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা কর? তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- ২। প্রথম আজ্ঞাটি একটি কাগজে সুন্দরভাবে শিখে চারিদিকে ফুলপাতার নকশা অঙ্কন কর।
তারপর একটি জ্যায়গায় সাজিয়ে রাখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। ঈশ্বর আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।
- খ। আরাধনার মাধ্যমে আমরা নিজেকেভাবে দান করি।
- গ। ঈশ্বর সবসময় বিশ্বস্ত ও।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান	ক। আমরা সুখী হই।
খ। তিনি চান	খ। ভরসা রাখতে পারি।
গ। ঈশ্বরের উপর আমরা	গ। ও দয়ালু।
	ঘ। আমরা ঠিকমত জীবন যাপন করি।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। আমরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি?
- খ। প্রথম আজ্ঞায় ঈশ্বরকে কী করতে বলা হয়েছে?
- গ। ঈশ্বরকে আরাধনা করার অর্থ কী?

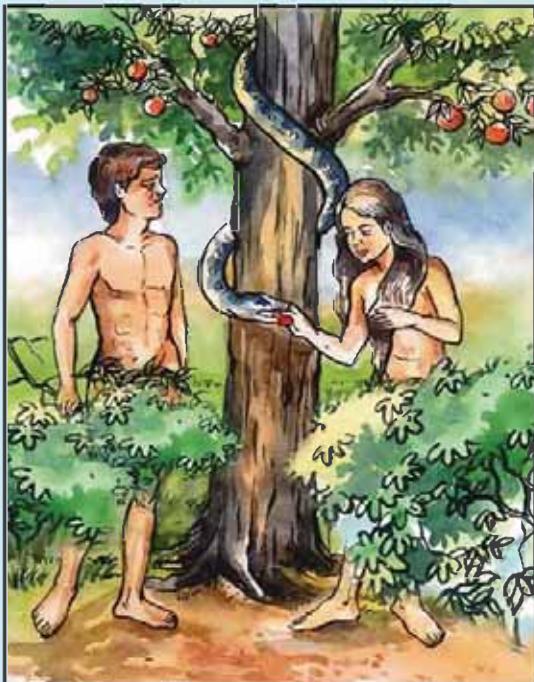
৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর।
- খ। কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করা যায়?

সপ্তম অধ্যায়

পাপ

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা সুখী মানুষ হই। অন্তরে সুখ থাকলেই আমরা সুখী মানুষ হতে পারি। যারা তাঁর মতো পবিত্র হতে চেষ্টা করে তাদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক তাগো থাকে। তাঁর সাথে সম্পর্ক তালো থাকলেই আমরা অন্তরে সুখ অনুভব করি। ঈশ্বর জানেন, আমরা দুর্বল মানুষ। তাই সবসময় আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলতে পারি না। অর্থাৎ আমরা পাপ করে থাকি। পাপ করি বলে আমরা সম্পূর্ণ পবিত্রও হতে পারি না। এই অধ্যায়ে আমরা



এদেন বাগানে শয়তান হবাকে ফল দিচ্ছে

আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন সেগুলো আমরা জানি। আজ্ঞাগুলো জেনেও যখন আমরা সেগুলো অমান্য করি, তখনই আমরা পাপ করি। তাহলে বলতে পারি: জেনে শুনে নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করাই হলো পাপ। চিন্তা, কথা ও কাজ দিয়ে আমরা অনেক সময় তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করি।

দেখব, কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি ও পাপ করে প্রকার। আমরা আরও দেখব পাপের ফল কী এবং কীভাবে পাপ না করে চলা যায়।

পাপ কী

আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন কাজের বা তাগো পথে চলার আদেশ দেন। তাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, আমাদের ভালো চান। আমরা তাঁদের আদেশগুলো পালন করলে তাঁরা খুশি হন। আর পালন না করলে তাঁরা দুঃখ পান। ঈশ্বর আমাদের পিতা। আমরা তাঁর সন্তান। তিনি আমাদেরকে যে

পাপের প্রকারভেদ

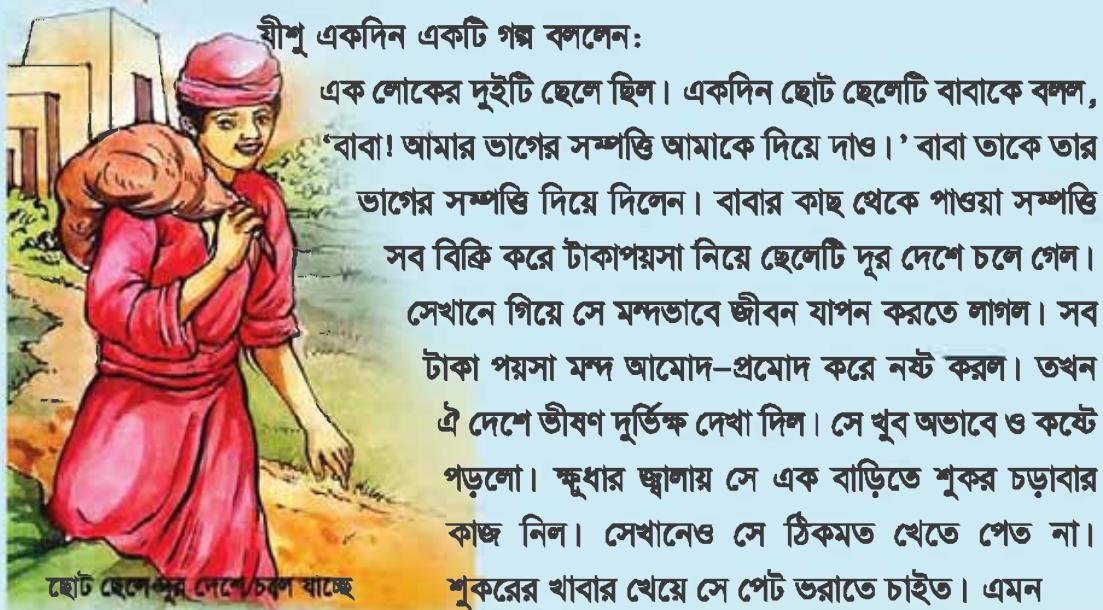
পাপ দুই প্রকার: মৌলিক পাপ ও স্বীকৃত পাপ।

১। **মৌলিক পাপ:** আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও হবা এদেন বাগানে সুখে বাস করছিলেন। ঈশ্঵র তাঁদেরকে একটা বিশেষ গাছের ফল খেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে শয়তানের কথা শুনে সেই ফল খেয়েছিলেন। এভাবে তাঁরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন। এই অবাধ্যতা তাঁদের প্রথম পাপ। তাঁদের এই পাপটিকে বলা হয় মৌলিক পাপ। তাঁদের পাপের পর থেকে সব মানুষ আত্ম মৌলিক পাপের দাগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এই পাপ আমরা জেনেশুনে বা নিজের ইচ্ছায় করি না। দীক্ষাস্নানের দ্বারা এই পাপ আমাদের আত্মা থেকে ধূয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

২। **স্বীকৃত পাপ:** আমরা নিজের ইচ্ছায়, জেনেশুনে যে পাপ করি তাকে বলা হয় স্বীকৃত পাপ। যেমন, আমরা জানি সন্তুষ্ট আজ্ঞায় আছে, চুরি করবে না। তা জেনেও আমরা যখন কারও জিনিস চুরি করি, তখন আমরা পাপ করি। কারণ এই পাপ আমরা জেনেশুনে ও নিজের ইচ্ছায় করি। অনুত্তপ ও পাপস্বীকারের মধ্য দিয়ে আমরা এই পাপের ক্ষমা পেতে পারি।

হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতার গঠনের নৈতিক শিক্ষা

যীশু একদিন একটি গল্প বললেন:



সময় তার বাবার ভালোবাসার কথা তার মনে পড়ল। তার বাবার বাড়িতে কত শোক কত বেশি খাবার পাচ্ছে। আর সে কি-না ক্ষুধার ঝালায় মরছে! তখন সে ঠিক করল যে, সে বাবার কাছে ফিরে যাবে। ফিরে গিয়ে বাবার কাছে ক্ষমা চাবে। সে যা ভাবল তাই করল।



ছেট হেলে শূকরের খাবার খাচ্ছে



ছেট হেলে বাবার কাছে ফিরে এসেছে

সে বাবার কাছে ফিরে আসল। বাবা তাকে ক্ষমা করলেন। তাকে ফিরে পেয়ে বাবা খুব খুশি হলেন ও তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে দামি জামা কাপড় পরালেন। তার হাতে আঘটি দিলেন। তার জন্য মোটাসোটা বাছুরটা জবাই করে বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। হারানো ছেগেকে ফিরে পেয়ে বাড়িতে সবাইকে নিয়ে উৎসব করতে শাগঙ্গেন।

নৈতিক শিক্ষা

নৈতিকতা	অনৈতিকতা
বাধ্যতা	অবাধ্যতা
সম্পদ রক্ষা করা	সম্পদ অপচয় করা
সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করা	খারাপ জীবন যাপন করা
ভালো ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করা	খারাপ ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করা

পাপের ফল

- ১। দ্রুত ও মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়;
- ২। আমাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয়;
- ৩। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়;

- ৪। আমরা ইশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারি না;
- ৫। আমরা নরকে যাওয়ার যোগ্য হই;
- ৬। চিরকাল সুখে থাকার যোগ্যতা হারাই;

পাপ পরিহার করার উপায়

- | | |
|------------------------------------|--|
| ১। পাপ সম্রক্ষে সচেতন হওয়া। | ৬। ইশ্বরের ইচ্ছা বোঝা ও মেনে চলা। |
| ২। পাপের জন্য অনুত্তম হওয়া। | ৭। পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করা। |
| ৩। পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। | ৮। নিয়মিত প্রার্থনা করা। |
| ৪। পাপ স্মীকার সংক্ষার গ্রহণ করা। | ৯। নিজের দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র
রাখার চেষ্টা করা। |
| ৫। প্রভুর ডোজ গ্রহণ করা। | |

কী শিখলাম

পাপ কী, মৌলিক পাপ কী, স্বৃত পাপ কী তা জেনেছি। পাপের ফলে কী হয় এবং কীভাবে পাপ ত্যাগ করতে পারি, সে বিষয়ে বুঝেছি। নৈতিক জীবন গঠনের চেতনাও লাভ করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- ১। হারানো পুত্রের গঞ্জটি শ্রেণিকক্ষে অভিনয় কর।
 - ২। একসঙ্গে নিচের প্রার্থনাটি বলো। প্রার্থনাটি মুখস্থ কর।
- প্রার্থনা: হে প্রভু যীশু, তুমি আমার সব পাপ ক্ষমা কর। পাপ না করার শক্তি দান কর। আমাকে তোমার কৃপা দান কর। আমি যেন পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। আমেন।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। পাপ করে আমরাকে দুঃখ দেই।
- খ। অনুত্তাপ ও মাধ্যমে আমরা পাপের ক্ষমা পেয়ে থাকি।
- গ। পাপের ফলে আমরা..... যোগ্য হই।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। পাপের ফলে	ক। মানুষকে ক্ষমা করেন।
খ। পাপ পরিহারের উপায় হলো	খ। মৌলিক পাপ মুছে যায়।
গ। মানুষ বার বার পাপ করলেও ইশ্঵র	গ। আমাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয়।
ঘ। দীক্ষাধ্বনের দ্বারা	ঘ। পাপ সংস্কর্কে সচেতন হওয়া।
	ঙ। নিয়মিত দান করা।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ আমরা নিজের ইচ্ছায় জেনে শুনে যে পাপ করি তাকে বলে

- (ক) মৌলিক পাপ (খ) আদি পাপ (গ) স্বরূপ পাপ (ঘ) মারাত্মক পাপ

৩.২ হারানো পুত্র ক্ষমাশীল পিতার গল্পের নৈতিক শিক্ষা কোনটি

- (ক) দয়া করা (খ) ক্ষমা করা (গ) সেবা করা (ঘ) ভালো ব্যবহার করা

৩.৩ পাপের ফল কোনটি

- (ক) অশান্তি (খ) উন্নতি (গ) ইশ্বরের কৃপা (ঘ) মানুষের ভালোবাসা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পাপ কী?

খ। পাপ কত প্রকার ও কী কী?

গ। মৌলিক পাপ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পাপের পাঁচটি ফল লেখ।

খ। পাপ পরিহারের পাঁচটি উপায় লেখ।

গ। হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতা গল্পের নৈতিক ও অনৈতিক দিকগুলো বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতার জন্ম

আদি পিতামাতার পাপের ফলে সকল মানুষ পাপের কারাগারে বস্তী ছিল। যীশু খ্রিস্ট মানুষকে মুক্ত করলেন। তাই তিনি হলেন আমাদের মুক্তিদাতা। তিনি পুরো মানবজাতির মুক্তিদাতা। মুক্তিদাতা যীশুর জন্মদিনকে আমরা বড়দিন বলি। বড়দিনে আমরা সবাই মিলে অনেক আনন্দ করি। তাঁর জন্মের সময় কিছু কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। বিভিন্ন মানুষ তাঁকে প্রণাম করতে ও শুন্ধ্যা জানাতে এসেছিলেন। মুক্তিদাতাকে আমরা কোথায় দেখতে পাব, কীভাবে আমরা তাঁকে শুন্ধ্যা জানাতে পারব, সে বিষয়ে আমরা এখন পাঠ করব।



গোয়াল ঘরে মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম

মুক্তিদাতার জন্ম ঈশ্বরের প্রতিশৃঙ্খল

আমাদের আদি পিতামাতা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করলেন। তাঁদের পাপের কারণে সকল মানুষের মধ্যে পাপ প্রবেশ করল। তাঁদের জীবনে নেমে এলো অশান্তি। স্বর্গ ছেড়ে তাঁদের পৃথিবীতে চলে আসতে হলো। স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাঁদের পথ বস্থ হয়ে গেল। কিন্তু দয়ালু ও ক্ষমাশীল ঈশ্বর মানুষকে ভাগোবাসেন। তাই তাঁদের জন্য তাঁর অনেক দয়া হলো। ঈশ্বর তাঁদেরকে একেবারে ধ্বনি করে ফেললেন না। চিরদিন তাঁদেরকে কফের মধ্যেও রাখতে চাইলেন না। তিনি মানুষকে আবার স্বর্গের সুখ ফিরিয়ে দিতে চাইলেন।

তিনি পরিকল্পনা করলেন, মানুষের মুক্তির জন্য একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন। ঈশ্বর শয়তানকে বললেন, “সকল জীবজন্মের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত হবে। তুমি সম্পূর্ণ বুকে ভর দিয়ে চলবে আর ধূলা খেয়ে বাঁচবে। আমি তোমার ও হবার মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তুলব। তোমার বৎস ও হবার বৎশের মধ্যেও শত্রুতা জাগিয়ে তুলব। তার বৎস তোমার মাথা পিষে মারবে। আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।”

মানুষের মুক্তির জন্য এটাই হলো ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি। তাঁর পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে হবার ব্যবহার মুক্তিদাতা যীশু মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। তিনি জন্ম নিয়ে শয়তানের শক্তিকে ধ্বংস করলেন। অর্থাৎ পাপ থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করলেন।

মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য

- ১। মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করা
- ২। ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা মানুষের কাছে প্রকাশ করা
- ৩। মানুষকে ভালোবাসা শিক্ষা দেওয়া
- ৪। মানুষে মানুষে পুনর্মিলন ঘটানো
- ৫। ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মিলন ঘটানো

মুক্তিদাতার জন্মের ঘটনা

নাজারেথ নগরে একজন কুমারী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মারীয়া। একদিন হ্রগ্রস্ত গাত্রিয়েল তাঁর



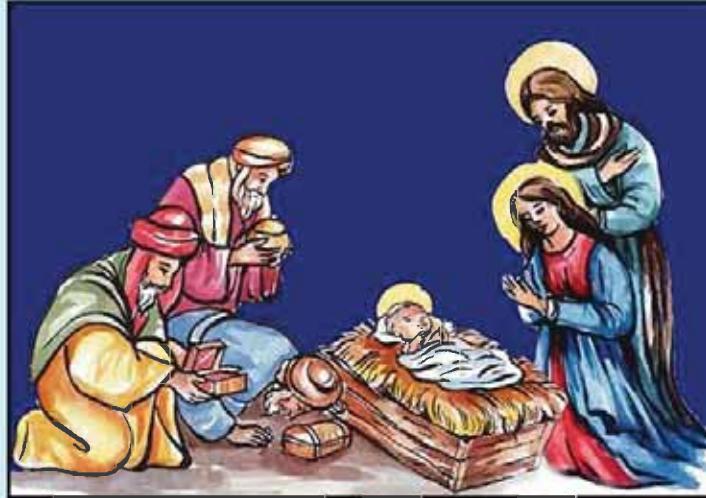
গাত্রিয়েল দ্রুত মারীয়াকে সংবাদ দিচ্ছেন

কাছে এলেন। তিনি তাঁকে একটি সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেন যে, ‘তুমি মুক্তিদাতার মা হবে’। এরকম সংবাদে মারীয়া ভয় পেলেন। তিনি জানালেন, ‘আমি অবিবাহিত। এটি কী করে সম্ভব?’। তখন হ্রগ্রস্ত বললেন যে, ‘ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব’। তখন মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিলেন। তিনি বললেন, ‘আমি ঈশ্বরের দাসী। আমার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।’ এরপর মারীয়া মা হতে চললেন। যীশুর জন্মাবার সময় খুব কাছে এসে গেছে। এমন সময় রোম সম্রাট সিজার একটি আদেশ জারি করলেন। তিনি গোক গণনা করতে চাইলেন। তাই সবাইকে নিজ নিজ শহরে

গিয়ে নাম সেখাতে বললেন। মারীয়ার স্বামী যোসেফ ছিলেন দায়ুদ বংশের লোক। তিনি নাম সেখাতে গেলেন বেথলেহেম নগরে। সঙ্গে নিলেন মারীয়াকে। সেখানে পৌছাতে অনেক রাত হয়ে গেল। রাত কাটাবার জন্য তাঁরা জায়গা খুজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও জায়গা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশ্রয় নিলেন একটি গোয়াল ঘরে। সেখানে ছিল গরু ও ভেড়ার পাল। সে রাতে অনেক শীত ছিল। হাড় কাঁপানো শীতের গভীর রাতে যীশুর জন্ম হলো। মারীয়া যীশুকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন। অতি সাধারণ ও দীন বেশে ইশ্বর পুত্রের জন্ম হলো। রাজা হয়েও তিনি গরিবের মতোই জন্ম নিলেন।

মুক্তিদাতা যীশুর প্রতি ভক্তি

শীতের রাতে রাখালেরা মাঠে আগুন পোহাছিল। গভীর রাতে স্বর্গদৃত রাখালদের দেখা দিলেন। রাখালেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু স্বর্গদৃত তাদেরকে যীশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ দিলেন। রাখালেরা যীশুকে দেখতে ছুটে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা নবজাত যীশুকে প্রণাম জানালেন।



পূর্বদেশের পঞ্চতরো যীশুকে উপহার দিচ্ছেন

সেই সময় আকাশে একটি উজ্জ্বল তারা দেখা গেল। পূর্বদেশের তিন জন পঞ্চত আকাশে এই উজ্জ্বল তারাটি দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা দেখে পঞ্চতরো বুঝালেন পৃথিবীতে নতুন রাজা জন্মেছেন। তাঁকে দেখার জন্য তাঁরা রওনা দিলেন। তারাটিকে অনুসরণ করে তাঁরা পথ চলতে লাগলেন। সঙ্গে নিলেন দামি দামি উপহার।

অবশেষে তাঁরা বেথলেহেম নগরে এসে পৌছালেন। গোয়াল ঘরের উপরে এসে তাঁরাটি থামল। পদ্ধিতেরা গোয়াল ঘরের ভিতরে গিয়ে যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে দেখতে পেলেন। উপহারগুলো দিয়ে তাঁরা যীশুকে প্রণাম জানালেন। আমরাও যীশুকে খুঁজে পেতে চাই। তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা নিবেদন করতে চাই। যীশুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হলে আমাদের করণীয় হলো:

- ১। যীশুর কথা মেনে চলা;
- ২। তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করা;
- ৩। পরিত্র হওয়া;
- ৪। গরিব ও অভাবী ভাইবোনদের দান করা;
- ৫। অসহায় মানুষের যত্ন নেওয়া।

কী শিখলাম

ঈশ্বর একজন মুক্তিদাতাকে পৃথিবীতে পাঠাবার প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিদাতা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসলেন। রাখালদের কাছে মুক্তিদাতার জন্মের সংবাদ শুনে রাখালেরা ও তিনজন পঞ্চিত শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাতে এসেছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ১। তুমি কীভাবে যীশুকে ভক্তি কর তা শেখ।
- ২। তোমাদের জানা যেকোন একটি বড়দিনের গান কর।
- ৩। একজন গরিব শিশুর জন্য কিছু দান কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। মারীয়াকে যীশুর জন্মের সুসংবাদটি দিয়েছিলেন স্বর্গদূত।
- খ। যীশুর জন্ম হয়েছিল নগরে।
- গ। যীশুর জন্মের পর তাঁকে উপহার দিয়েছিলেনপদ্ধিতেরা।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। মানুষের মুক্তির জন্য ইশ্বরের পরিকল্পনা হলো	ক। ইশ্বর ও মানুষের মধ্যে মিলন ঘটান।
খ। আমরা যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি	খ। তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন।
গ। মুক্তিদাতার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল	গ। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন।
	ঘ। পবিত্র হয়ে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ ইশ্বর কথা দিয়েছিলেন মানুষকে মুক্ত করতে তিনি পাঠাবেন একজন

- (ক) প্রবক্তা (খ) মুক্তিদাতা (গ) স্বর্গদূত (ঘ) রাজা

৩.২ স্বর্গদূতের সংবাদে মারীয়া খুব

- (ক) আনন্দিত হলেন (খ) ভয় পেলেন (গ) অস্থির হলেন (ঘ) রাগ করলেন

৩.৩ স্বর্গদূতের বেথলেহেমে যীশু জন্মাবার খবর প্রথম দিয়েছিলেন

- (ক) রাজা হেরোদকে (খ) পতিতদের (গ) রাখালদের (ঘ) প্রবক্তাদের

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিদাতার নাম কী?

খ। যীশু কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?

গ। কোন রাজা লোক গণনার আদেশ জারি করেছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্যগুলো কৈখ?

খ। তুমি কীভাবে যীশুকে ভক্তি কর?

গ। মুক্তিদাতার জন্মের ঘটনাটি কৈখ?

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মার দান ও ফল

প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের পর প্রেরিতশিষ্যগণ ভয়ে ভয়ে ছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করছিলেন, যীশুর মতো করে শোকেরা তাঁদেরও মেরে ফেলবে। তাই তাঁরা একটা বদ্ধ ঘরে শুকিয়ে ছিলেন। তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে প্রার্থনায় রাত ছিলেন। এমন সময়ে প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। পবিত্র আত্মা নেমে আসার ঘটনাটি এখন আমরা জানব।

পবিত্র আত্মার আগমনের ঘটনা

পঞ্চাশস্তুমী পর্বের দিন এসে গেল। প্রেরিতশিষ্যগণ তখনও প্রার্থনায় রাত ছিলেন। হঠাতে আকাশ থেকে প্রচণ্ড একটি শব্দ শোনা গেল। খুব জোরে বাতাস বয়ে গেল। তারপর দেখা গেল শিষ্যদের মাথার উপর ছেট ছেট আগুনের শিখা। এই আগুনের শিখার আকারেই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপর নেমে আসলেন। তখন শিষ্যগণ পবিত্র আত্মার শক্তি পেলেন। সেই শক্তিতে তাঁরা নানা ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁরা জোরে জোরে ঈশ্বরের মহান কর্মকীর্তির কথা ঘোষণা করতে লাগলেন।

শব্দ শুনে নানা জাতি ও ভাষার মানুষেরা সেখানে এসে সমবেত হলেন। তাঁরা সবাই নিজ নিজ ভাষায় শিষ্যদের কথা বুঝতে পারছিলেন। এতে শোকেরা খুব অবাক হয়ে গেলেন। কারণ শিষ্যগণ আগে যেসব ভাষা জানতেন না, তা তাঁরা হঠাতে কীভাবে জানলেন?



মারীয়া ও প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার আগমন

শিষ্যদের মধ্যে কীভাবে এই পরিবর্তন হয়েছে তা জ্ঞানার জন্য লোকদের মনে নানা প্রশ্ন জাগছিল। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলেন ‘এই ব্যাপারটির মানে কী?’ লোকেরা কিন্তু কোন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

পবিত্র আত্মার আগমনে প্রেরিতশিষ্যদের মনের সব ভয় দূর হয়ে গেল। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তারা নির্ভয়ে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। পবিত্র আত্মার আলোতে তারা সব কিছু বুঝতে পেরেছিলেন।

পবিত্র আত্মার দান

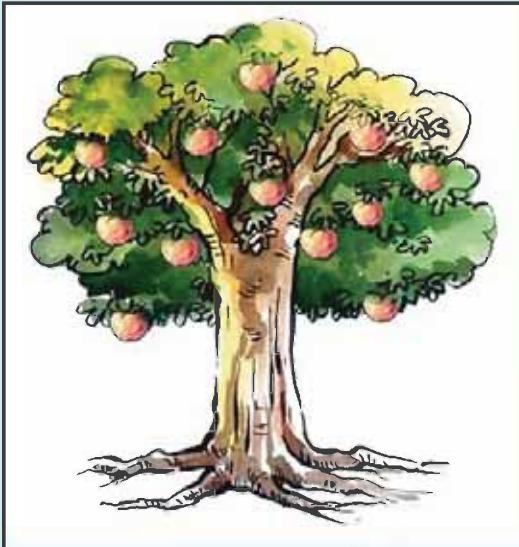
দীক্ষাস্থানের সময় আমাদের উপরও পবিত্র আত্মা নেমে আসেন। তিনি সর্বদা আমাদের সাথে আছেন। শিষ্যদের তিনি বিভিন্ন গুণ দিয়ে সহায়তা করেছেন। একইভাবে তিনি বিভিন্ন গুণ বা দান নিয়ে আমাদের উপরও নেমে আসেন। দানগুলো দিয়ে তিনি আমাদের শক্তিশালী করেন। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা পবিত্র আত্মার সাতটি দানের কথা জানি।

পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও অর্থ

- ১। প্রজ্ঞা: সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারা।
- ২। বৃদ্ধি: কোন বিষয়ের গভীর অর্থ বুঝতে পারা।
- ৩। বিবেক: ভালো ও মন্দ বোঝার ক্ষমতা।
- ৪। মনোবল: দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে খ্রিস্টীয় জীবনের কষ্ট ও সমস্যা মোকাবেলা করা।
- ৫। জ্ঞান: নতুন ও অজ্ঞান বিষয়ে বেশি করে জ্ঞানার গভীর ইচ্ছা।
- ৬। ধর্মানুরাগ: ইশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসা।
- ৭। ইশ্বরভীতি: ইশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা।



পবিত্র আত্মার সাতটি দান



পবিত্র আত্মার দানের ফল

পবিত্র আত্মার দানের ফল ও তাদের অর্থ

- ১। তালোবাসা: বিনিয়য়ে কোন কিছু না চেয়ে অন্যদের মঙ্গল করা।
- ২। আনন্দ: যা কিছু সত্য ও সুস্মর তার জন্য ইশ্বরের প্রশংসা করা।
- ৩। শান্তি : ভালো কাজ, কথা, চিন্তার কারণে তৃষ্ণি, ভয়হীন ও নিরাপত্তা অনুভব করা।
- ৪। সহিষ্ণুতা: কষ্টকর বিষয়গুলোকেও সহজভাবে মেনে নেওয়া।

- ৫। সহদয়তা: ভালোবাসা সহকারে হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করা।
- ৬। মঙ্গলানুভবতা: সবকিছুতে ভালো শক্তির উপস্থিতি বোঝা।
- ৭। বিশ্বস্ততা: বিশ্বাস রক্ষা করা।
- ৮। কোমলতা: বিনয় ও ন্যূনতার সাথে আচরণ করা।
- ৯। আত্মসংযম: মনকে দমন করার শক্তি।
- ১০। ধৈর্য: কোন কিছুতেই নিরাশ না হওয়া।
- ১১। মৃদুতা: ধীরস্থির, ন্যূন ও অদ্র আচরণ করা।
- ১২। বিশুদ্ধতা: কথা, কাজ ও আচরণের মিল থাকা। সবকিছুতে সৎ থাকা।

পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভ করার উপায়

- ১। পবিত্র আত্মার কাছে সব সময় প্রার্থনা করা
- ২। পবিত্র আত্মার প্রেরণা বোঝা ও সেভাবে জীবন যাপন করা
- ৩। পবিত্র আত্মার পরিচালনা মেনে চলা
- ৪। মন খোলা রাখা
- ৫। বিশ্বাস রাখা
- ৬। সদ্গুণের অনুশীলন করা

গান: পবিত্র আআ হৃদয়ে এসো
 তোমারি আলো হৃদয়ে ঢালো
 মোচন কর হে অম্বিকার !

কী শিখলাম

পবিত্র আআর সাতটি দান ও তার ব্যাখ্যা ভালোমতো বুবোহি। পবিত্র আআর দানের বাবোটি ফলেরও অর্ধ বুবতে পেরেছি। পবিত্র আআর দানগুলো লাভের উপায় শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- ১। সাত পাপড়ির একটি ফুল আঁক। ফুলের মাঝখানে একটি ছোট হৃদয় আঁক। এবার সাতটি পাপড়ির মধ্যে সাতটি দান লেখ (ফুলটি হলে তুমি এবং হৃদয়টি হলো পবিত্র আআ)।
- ২। পবিত্র আআর দান ও ফলগুলো মুখস্থ কর।

অনুশীলনী

- ১। শূন্যস্থান পূরণ কর
 ক। বিবেক হলো.....বুবার ক্ষমতা।
 খ। বিশুদ্ধতা হলো কথা, কাজ ওমিল থাকা।
 গ। পবিত্র আআর দান লাভের উপায় হলো সবসময় পবিত্র আআর কাছেকরা।
 ঘ। কোমলতা মানে হলো ও নম্বতার সাথে আচরণ করা।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

২.১ ত্রিতৃ ইশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি হলেন

(ক) পিতা (খ) পবিত্র আআ (গ) স্বর্গদূত (ঘ) পুত্র

২.২ পবিত্র আআকে লাভ করে শিখেরা কুব

(ক) আনন্দিত হলেন (খ) সাহসী হলেন (গ) সবল হলেন (ঘ) ভয় পেলেন

২.৩ আনন্দ অর্থ হলো সত্য ও সুস্মরকে নিয়ে

- (ক) ইশ্বরের প্রশংসা করা (খ) সৎ হওয়া
 (গ) খুব খুশি হওয়া (ঘ) তয় না পাওয়া

২.৪ ইশ্বর ভীতির অর্থ হলো

- (ক) ইশ্বরকে তয় পাওয়া (খ) ইশ্বরকে ভালোবাসা
 (গ) ইশ্বরকে জানা (ঘ) ইশ্বরকে শুন্ধা করা

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। পবিত্র আত্মার পরিচয় দাও।
 খ। কোন পর্বের সময় পবিত্র আত্মা প্রথম নেমে এসেছিলেন?
 গ। পবিত্র আত্মার দান কয়টি?
 ঘ। পবিত্র আত্মার দানের ফল কয়টি?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

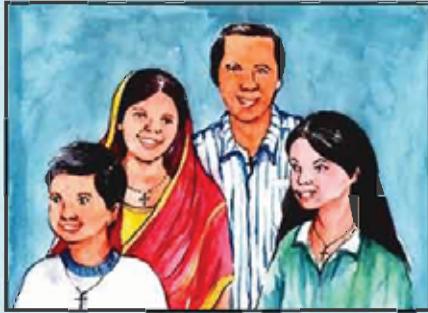
- ক। পবিত্র আত্মার সাতটি দানের অর্থ ব্যাখ্যা কর।
 খ। পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফলের নাম লেখ।
 গ। পবিত্র আত্মার দান শাত করার পাঁচটি উপায় লেখ।

দশম অধ্যায়

শ্রিষ্টমঙ্গলী

সারা জগতের শ্রিষ্টভক্তদের নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি শ্রিষ্টীয় সমাজ। এই সমাজের নাম হলো শ্রিষ্টমঙ্গলী। যীশু শ্রিষ্ট নিজে মঙ্গলীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এটিকে ভূলনা করা হয় মানব দেহ বা দ্রাক্ষালতার সঙ্গে। এটিকে আবার একটি পরিবারে বলা যায়। আমরা সকলে দীক্ষান্নানের মাধ্যমে এই মঙ্গলী বা পরিবারের সন্তান হয়েছি।

শ্রিষ্টমঙ্গলী একটি পরিবারের মতো



শ্রিষ্টীয় পরিবার

মা, বাবা ও সন্তান নিয়ে একটি পরিবার হয়। পরিবারে একজন কর্তাব্যস্তি থাকেন। তিনি পরিচালনা করেন। অন্য সকলের সাথে তাঁর একটা ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্কের কারণে পরিবারের সকল সদস্য নিজ নিজ ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে।

এভাবে একটি সুন্দর পরিবার গড়ে

ওঠে। শ্রিষ্টমঙ্গলীও একটি পরিবারের মতো। এই পরিবারের অদৃশ্য কর্তা হলেন পিতা ঈশ্বর। দীক্ষান্নানের মাধ্যমে আমরা এই পরিবারের সদস্য হয়েছি। যীশু আমাদেরকে পরিচালনা করে পিতার দিকে নিয়ে যান।

শ্রিষ্টমঙ্গলী একটি দেহের মতো, যীশু হলেন দেহের মাথা

আমাদের দেহ এক, অর্থ তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা হলেও সব মিলে এক দেহ। শ্রিষ্টমঙ্গলীও তেমনি একটি মানব দেহের মতো। দীক্ষান্নানের মাধ্যমে আমরা এই দেহের অঙ্গ হয়েছি। এখন আমরা সবাই এক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমাদের দেহে চোখ, মুখ, নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিজ নিজ কাজ আছে। তাঁরা নিজ নিজ কাজ ঠিকভাবে পালন করে বলে দেহ সুস্থ, সবল ও সচল থাকে।



মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

মন্তক হিসেবে শ্রিষ্টের ভূমিকা

মানব দেহে মাথা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি শ্রীষ্টমণ্ডলীর মন্তক যীশুও মণ্ডলীতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

মানব দেহের মাথা	শ্রীষ্টমণ্ডলীর মাথা
আমাদের দেহ চলে মাথার পরিচালনায়।	মণ্ডলী চলে যীশু শ্রিষ্টের পরিচালনায়।
মাথা ছাড়া মানুষের দেহ বাঁচে না।	শ্রিষ্ট ছাড়া মণ্ডলী বাঁচে না।
বিপদ দেখলে আমাদের মাথা সংকেত দেয়। এভাবে সব অঙ্গকে সে নিরাপদে রাখে।	শ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে পালন ও রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন।
আমাদের মাথা সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একতা বজায় রাখে।	শ্রিষ্ট তাঁর সকল ভক্তের মধ্যে একতা আনেন।
আমাদের দেহের সব অঙ্গের গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।	শ্রিষ্টের কাছে সব ভক্তের গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।
আমরা নিজ নিজ দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পছন্দ করি।	শ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে পবিত্র রাখতে চান।

মণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- ১। শ্রিষ্টের সাথে এক থাকা
- ২। পবিত্র জীবন যাপন করা
- ৩। মঙ্গলবাণী প্রচার করা
- ৪। উপাসনা করা
- ৫। প্রতিবেশীদের সেবা ও দয়ার কাজ করা
- ৬। মণ্ডলীকে পরিচালনা দান করা

একদিন একজন শিক্ষকক্ষে শিক্ষার্থীদের রঙধনু আঁকতে বলগেন। শিক্ষার্থীরা রঙধনু আঁকলো। তাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র দুই রং দিয়ে রঙধনু বানালো। এতে তাদের রঙধনুগুলো ঠিকমত আঁকা হলো না এবং ততটা সুন্দরও দেখাল না। কিন্তু যারা সাত রং ব্যবহার করে রঙধনু বানালো তাদেরগুলো চমৎকার হলো। তাদের রঙধনুগুলো দেখে সবাই খুব আনন্দ পেল ও প্রশংসন করল। এতে আমরা বুঝতে পারি, সাত রং মিলেছে বলে রঙধনু বেশি সুন্দর হয়েছে। মন্ডলীও ঠিক তেমনি সবার অংশগ্রহণে সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

কী শিখলাম

যীশু শ্রিষ্ট হলেন শ্রিষ্টমন্ডলীর মস্তক ঋরূপ। তিনি মন্ডলীকে পরিচালনা করেন। শ্রিষ্টমন্ডলীর অন্যান্য অঙ্গাধ্যক্ষের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা অবশ্যই দরকার। একেক জন একেক ভূমিকা পালন করলেও আমরা সবাই এক দেহ।

পরিকল্পিত কাজ

- ১। একটি রঙধনুর ছবি আঁক।
- ২। মন্ডলীতে ভূমি কী ভূমিকা পালন করতে পার তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। শ্রিষ্টভক্তদের নিয়ে গঠিত সমাজকে বলা হয়।
- খ। শ্রিষ্টমন্ডলীর সদস্য হবার জন্য গ্রহণ করতে হয়।
- গ। শ্রিষ্টমন্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। দেহের অঙ্গ প্রত্যজ্ঞ আলাদা হলেও	ক। পালন ও রক্ষা করেন।
খ। শ্রিষ্টভক্তগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমত পালন করলে	খ। সব সময় পবিত্র রাখেন।
গ। শ্রিষ্ট তাঁর দেহকে	গ। সব মিলে এক দেহ।
	ঘ। মণ্ডলী জীবন্ত থাকে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশ টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ মণ্ডলীর মস্তক হলেন

(ক) বিশপ (খ) পোপ (গ) যীশু শ্রিষ্ট (ঘ) যাজক

৩.২ মণ্ডলীর মস্তকের ভূমিকা হলো

(ক) নিজের গুণ প্রকাশ করা (খ) সেবা করা

(গ) সবাইকে এক করা (ঘ) উপাসনা করা

৩.৩ নিচের কোনটি মণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব

(ক) বাণী প্রচার করা (খ) ভক্তদের পবিত্র করা

(গ) মণ্ডলীকে পালন করা (ঘ) মণ্ডলীকে গতিশীল রাখা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। শ্রিষ্টমণ্ডলী বলতে কী বুঝা?

খ। কে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন?

গ। শ্রিষ্টমণ্ডলীকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ঘ। শ্রিষ্টমণ্ডলীর পরিচালক কে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। শ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তকের ভূমিকা কী?

খ। শ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

গ। মানবদেহের মাথা ও শ্রিষ্ট মণ্ডলীর মাথার সাথে তুলনা কর।

একাদশ অধ্যায়

সাক্ষামেন্ত

সাক্ষামেন্তকে অন্যকথায় বলা হয় সৎকার বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আগে আমরা সাতটি সাক্ষামেন্তের নাম জেনেছি। সেগুলোর নাম হলো: (১) বাণিজ বা দীক্ষাস্নান; (২) পাপস্থীকার; (৩) শ্রিষ্টপ্রসাদ (প্রভুর ভোজ); (৪) হস্তার্পণ; (৫) রোগীলেপন (রোগীদের জন্য প্রার্থনা); (৬) যাজকবরণ; ও (৭) বিবাহ। এখন আমরা জানব, সাক্ষামেন্ত কী? এরপর বাণিজ বা দীক্ষাস্নান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব।

সাক্ষামেন্ত কী?

সাক্ষামেন্ত হচ্ছে কিছু বাহ্যিক ধর্মীয় চিহ্ন বা উপায়। এগুলোর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা চেলে দেন। কৃপাকে আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের জীবন। আকাশ থেকে বৃক্ষ পড়ে মাটিতে রস সূক্ষ্ম করে ও উর্বরতা বাঢ়ায়। ঈশ্বরের কৃপাও তেমনিভাবে আমাদের জীবনকে সিক্ত ও উর্বর করে।

ঈশ্বরকে আমরা দেহের চোখ দিয়ে দেখতে পাই না। তাঁর কৃপাও আমরা দেহের চোখ দিয়ে দেখি না। কিন্তু বিশ্বাসের চোখ দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ও তাঁর কৃপা দেখতে পাই। সাক্ষামেন্তে ব্যবহৃত কিছু বাহ্যিক চিহ্নের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা দিয়ে থাকেন। এরূপ কর্যকৃত চিহ্ন হলো: পবিত্র বাইবেল, মানুষের কথা, পবিত্র জল, পবিত্র তেল, মোমবাতি, আগুন, ক্রুশচিঙ্গ, ক্রুশমূর্তি, রূটি, দ্রাক্ষারস, আঘট ইত্যাদি।

দীক্ষাস্নান ও এর প্রয়োজনীয়তা

দীক্ষাস্নান বা বাণিজ শ্রিষ্টমঙ্গলীর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষামেন্ত। এটাকে মঙ্গলীতে প্রবেশের দরজা বলা হয়। কারণ অন্যসব সাক্ষামেন্তের আগে এটি গ্রহণ করতে হয়। কাথলিক ও এ্যাথলিকান মঙ্গলীতে শিশু ও বয়স্ক উভয়কেই দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। প্রটেস্ট্যান্ট মঙ্গলীতে শুধু

বয়স্কদেরকে এই সাক্ষামেন্ত দেওয়া হয়। দীক্ষাস্নানকে স্থানে অবগাহনও বলা হয়। দীক্ষাস্নান বা বাণিজ্যকে প্রটেক্ট মণ্ডলীতে বলা হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

যীশু খ্রিস্ট নিজেই তাঁর শিষ্যদের দীক্ষাস্নান দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে সকল জাতির সকল মানুষের কাছে যেতে বলেছেন। তাদের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে বলেছেন। যারা মঙ্গলসমাচারে বিশ্঵াস করে তাদেরকে তিনি দীক্ষাস্নান দিতে বলেছেন। ইশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেছেন। তিনিই একটি নতুন সমাজ গঠন করেছেন। এটিকে আমরা বলি খ্রিস্টমণ্ডলী। এটি একটি বড় পরিবার। এই পরিবারের পিতা হলেন ইশ্বর। যীশু খ্রিস্ট এই পরিবারের প্রথম সন্তান। তিনি আমাদেরকে ইশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করার পথ খুলে দিয়েছেন। দীক্ষাস্নানের পর আমরা ইশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করি। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে একজন খ্রিস্টান তার আআয় পবিত্র আআর চিহ্ন গ্রহণ করে। কাগজে যেমন করে সীলমোহর দেওয়া হয় তেমনি করে আমাদের আআয় সীলমোহর দেওয়া হয়। এই সীল আর কোন দিন মুছে ফেলা যায় না। সে সারা জীবনের জন্য খ্রিস্টান হয়ে যায়।



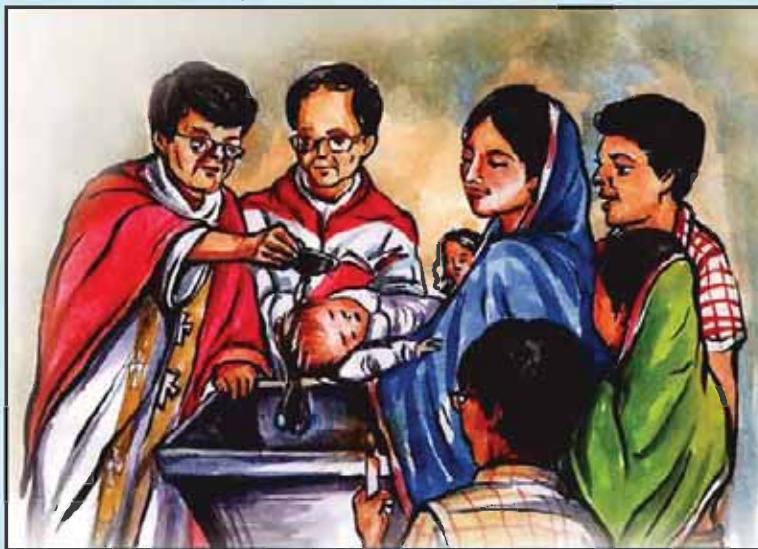
যীশুর দীক্ষাস্নান

দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান

ক) কার্যশিল্প মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান

এই অনুষ্ঠানে মা-বাবা ও ধর্মপিতামাতা উপস্থিত থাকেন। পুরোহিত শিশুর কপালে ঝুশচিহ্ন অঙ্গন করে দেন। তার বুকে পবিত্র তেল মেখে দেন। মা-বাবা ও ধর্মপিতামাতা শিশুর হয়ে শয়তানকে পরিত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তারা খ্রিস্টীয় বিশ্বাস স্বীকার করেন।

তারপর শিশুর মাথায় জল ঢেলে দিতে দিতে যাজক বলেন, “(দীক্ষাপ্রার্থীর নাম) পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমি তোমাকে দীক্ষাস্নাত করছি।” এরপর শিশুর কপালে পবিত্র তেল গেপন করে দেওয়া হয়। মা-বাবা ও ধর্মপিতামাতা হাতে ছুলন্ত মোমবাতি হাতে নেন। তারা শিশুর অঙ্গে বিশ্বাস ছুলন্ত রাখবে বলে প্রতিজ্ঞা করেন। বড় হয়ে সে নিজেও শয়তান পরিত্যাগ করার ও বিশ্বাস ছুলন্ত রাখার প্রতিজ্ঞা করে।



শিশুর দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান

৬) প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান

শিশুদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয় না কিন্তু তাদেরকে গির্জায় এনে উৎসর্গ করা হয়। শিশুরা বড় হয়ে নিজের ইচ্ছায় দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর তখন তাদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। পিতামাতার সাথে ধর্মপিতামাতা উপস্থিত থাকেন। দীক্ষাস্নান যারা চায় তাদেরকে নদীতে বা পুকুরে অবগাহনের মাধ্যমে দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। দীক্ষাস্নানের সময় পালক বলেন, “(দীক্ষাপ্রার্থীর নাম) পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমি তোমাকে দীক্ষাস্নাত করছি।” এরপর দীক্ষিত ব্যক্তি শ্রিষ্ট মণ্ডলীর সদস্য হয়।

কী শিখলাম

সাক্ষামেন্ত কী, কয়টি ও কী কী? দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা কীভাবে শ্রিষ্টমণ্ডলীর সদস্য হয়ে উঠি। বিভিন্ন মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান রীতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ

সাক্ষামেন্তে যে বাহ্যিক উপকরণগুলো ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী**১। শূন্যস্থান পূরণ কর**

- ক। সাক্ষামেন্তকে অন্যকথায় সংক্ষার বাবলা হয়।
 খ। সাক্ষামেন্ত হচ্ছে কিছু বাহ্যিকবা উপায়।
 গ। দীক্ষাস্নানকে অন্যকথায় মন্ত্রীতে প্রবেশেরবলা হয়।
 ঘ। দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে আমরা দ্বিতীয়লাভ করি।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ইশ্বরের কৃপা হলো	ক। আমরা ইশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করি।
খ। ইশ্বরের কৃপার ফলে আমরা	খ। মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করি।
গ। দীক্ষাস্নানের পর যৌশুর মধ্য দিয়ে	গ। ইশ্বরের অলৌকিক দান।
	ঘ। ভালো মানুষ হতে পারি।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। ইশ্বরের কৃপা আমরা কীভাবে দেখতে পারি?
 খ। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে একজন শ্রিষ্টান কার চিহ্ন গ্রহণ করে?
 গ। ইশ্বরের পরিবার বলতে কী বুঝায়?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। সাক্ষামেন্ত কাকে বলে? সাক্ষামেন্ত কয়টি ও কী কী?
 খ। সাক্ষামেন্তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
 গ। দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান কীভাবে সম্পন্ন হয় তা লেখ।



ঢাদশ অধ্যায়

নোয়া (নোহ)

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির প্রায় এগার শত বছর পরের কথা। তখন পৃথিবীতে বাস করতেন ঈশ্বরভক্ত নোয়া। পবিত্র বাইবেলের আদিগুস্তক থেকে আমরা তাঁর পরিচয় পাই। তাঁর বাবার নাম ছিল লামেখ ও ঠাকুরদাদার নাম মেখুসেলাহ। সেই সময় পৃথিবীর সব মানুষ খারাপ পথে চলছিল। কিন্তু নোয়া ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলছিলেন। নোয়া ঈশ্বরের চোখে ভালো মানুষ ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর গভীর বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা।

নোয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সব মানুষকে ভালো পথে ফিরে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর কথা শুনলো না। নোয়া ঈশ্বরভক্ত ছিলেন বলে রক্ষা পেলেন। কিন্তু অন্যরা ধ্বংস হলো।

বিপথগামী মানুষ

নোয়ার সময়ে পৃথিবীটা পাপী মানুষে ভরে গিয়েছিল। লোকেরা একে অন্যকে ঠকাতো, ঘৃণা করত ও মারামারি করত। তারা ঈশ্বরের কথা শুনতো না। তাতে ঈশ্বর ভীষণ দুঃখ পেলেন। তিনি নোয়াকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পৃথিবীর সব মানুষ আমি ধ্বংস করে ফেলব। তাদের সাথে সব প্রাণীও ধ্বংস করে ফেলব।

নোয়ার জাহাজ

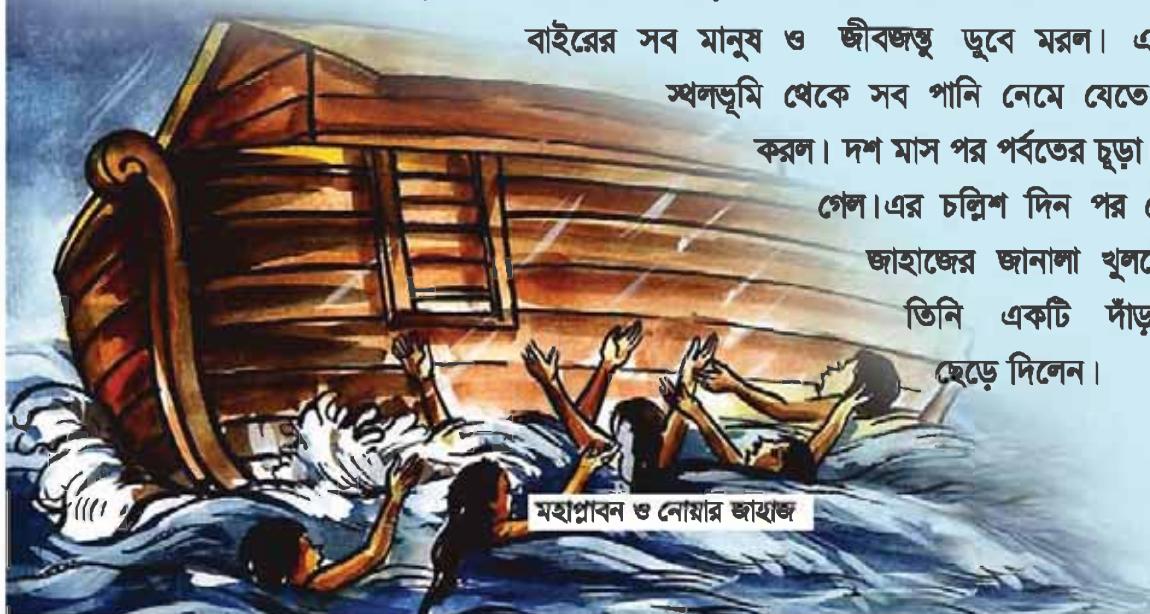
ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তুমি বড় একটি জাহাজ তৈরি কর। তারপর তার তিতরে ও বাইরে আলকাতরা দিয়ে লেপন কর। ঈশ্বরের কথা অনুসারে নোয়া একটি বড় জাহাজ তৈরি করলেন। সেটি ছিল তিনশত হাত লম্বা পঞ্চাশ হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উচু। জাহাজটিতে ছিল তিনটি তলা ও একটি মাত্র দরজা।

ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তিনি একটি জলপ্রাবন পাঠাবেন। এতে পৃথিবীর সকল জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। বেঁচে যাবে শুধু নোয়া ও তাঁর পরিবার। তাই ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তিনি যেন পরিবারের সকলকে নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করেন। সঙ্গে যেন নিয়ে যান সব জাতের এক জোড়া করে পাখি, পশু ও সরিসূপ। ঈশ্বর নোয়াকে নিজের ও জীবজন্তুদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে বললেন। নোয়া ঈশ্বরের কথা অনুসারে তাঁর পরিবার, জীবজন্তু ও পশুপাখিদের নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করলেন।

মহাপ্রাবন ও অবিশ্বস্তদের ধ্বংস

ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে নোয়া জাহাজে উঠলেন। এর সাত দিন পর শুরু হলো বৃক্ষি। চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ধরে বৃক্ষি হলো। বৃক্ষির পানিতে বন্যা দেখা দিল। সব বাড়িবর, জমিজমা ভুবে গেল। বন্যার পানিতে জাহাজটি ভাসতে লাগল। একশত পঞ্চাশ দিন ধরে চারিদিকে বন্যার পানি থাকল। জাহাজের ভিতরে থাকা নোয়া, তাঁর পরিবার ও প্রাণীরা বেঁচে গেল। কিন্তু

বাইরের সব মানুষ ও জীবজন্তু ভুবে মরল। এরপর
স্থলভূমি থেকে সব পানি নেমে যেতে শুরু
করল। দশ মাস পর পর্বতের চূড়া দেখা
গেল। এর চল্লিশ দিন পর নোয়া
জাহাজের জানালা খুললেন।
তিনি একটি দাঢ়কাক
ছেড়ে দিলেন।



কিন্তু সেটি কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে ফিরে এলো। পরে তিনি একটি কবুতর ছেড়ে দিলেন। কোন শুকনা জমি না ধাকায় সে কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে সেও ফিরে এলো। আরও সাত দিন পরে তিনি আবার সেই কবুতরটিকে ছেড়ে দিলেন। সম্ভ্যা বেলায় সেটি ফিরে এলো। কবুতরের ঠোটে দেখা গেল জলপাই গাছের একটা কচি পাতা। নোয়া বুঝতে পারলেন, স্থলের উপর থেকে জল সরে গেছে। আরও সাত দিন পরে সেই কবুতরটিকে আবার ছেড়ে দিলেন। এবার সে আর ফিরে এলো না। এবার নোয়া বুঝলেন, বন্যা চলে গেছে।

মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বিধি

বন্যা শেষে জাহাজ থেকে নোয়া ও তাঁর পরিবারের সকলে নামগেন। ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করেছেন বলে তাঁরা একটা যজ্ঞবেদী তৈরি করলেন। যজ্ঞ নিবেদনের মাধ্যমে তাঁরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

মহাপ্রাবনে এত মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বর দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি কথা দিলেন, বড় প্রাবন দিয়ে তিনি আর কখনও সারা পৃথিবী ধ্বংস করবেন না। এর চিহ্ন হিসেবে তিনি আকাশে একটি রঞ্জনু স্থাপন করলেন। এটিই ছিল মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বিধির চিহ্ন।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা। এই কারণে তিনি ঈশ্বরভক্ত হতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু অন্য সকল বিপদ্ধগামী মানুষেরা ধ্বংস হলো।

পরিকল্পিত কাজ: নোয়ার জাহাজ অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। নোয়া ইশ্বরের চোখে মানুষ ছিলেন।
 খ। ইশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল গভীর , ভালোবাসা।
 গ। জাহাজটি ছিল তলা।
 ঘ। মহাপ্লাবনে এত মানুষের মৃত্যুতে ইশ্বর প্রকাশ করলেন।
 ঙ। মানব জাতির সঙ্গে ইশ্বরের সম্মিলন চিহ্ন হলো ।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ইশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল	ক। নোয়া জাহাজে উঠলেন।
খ। ইশ্বরের নির্দেশ অনুসারে	খ। ধৰ্মস হলো।
গ। কবুতরের ঠোটে দেখা গেল	গ। বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা।
ঘ। সকল বিপথগামী মানুষেরা	ঘ। রঞ্জনু স্থাপন করলেন।
ঙ। তিনি আকাশে একটি	ঙ। জলপাইগাছের একটা কচি পাতা।
	চ। বন্যা দিলেন।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। ইশ্বর নোয়াকে কী তৈরি করতে বললেন ?
 খ। কতদিন যাবৎ বৃক্ষ হয়েছিল ?
 গ। বন্যার পর নোয়া জাহাজ থেকে কী ছেড়ে দিলেন ?
 ঘ। নোয়া কেন যজ্ঞ বেদী তৈরি করেছিলেন ?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। নোয়া কেমন লোক ছিলেন ? ইশ্বর তাকে কী করতে বললেন ?
 খ। মহাপ্লাবনের বর্ণনা দাও।
 গ। নোয়ার জাহাজের বর্ণনা দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা

যীশু খ্রিস্ট এসেছেন সেবা করতে, সেবা পেতে নয়।
শেষ তোজের সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধূঘে দিয়ে
সেবার আদর্শ দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,
আমি তোমাদের একটা নতুন আদেশ দিলাম।
তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। তিনি আমাদের
শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন দীন-দুঃখী, অভাবী ও
অবহেলিত মানুষকে সেবা করি। তাদের সেবা করার
মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে সেবা করতে পারি। তাঁর
প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি।
একারণে যুগে যুগে অনেক মানুষ দীন-দুঃখী ও
অবহেলিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে থাকেন।
এমনই একজন মহীয়সী নারী মাদার তেরেজা।
তিনি সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে উজ্জ্বল এক
সেবার আদর্শ।



মাদার তেরেজা

মাদার তেরেজার জন্ম ও শৈশব

মাদার তেরেজা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট যুগোস্লাভিয়ার (বর্তমান মেসিডোনিয়ার) ক্ষেপিয়ে নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নিকোলা বয়াজিজ এবং মায়ের নাম দ্রানাফিলে বয়াজিজ। তাঁর বাবার আসল বাড়ি ছিল আলবেনিয়ায় এবং মায়ের বাড়ি ছিল কসোভো দেশে। নিকোলা ও দ্রানাফিলের ঘরে ছিল তিনি সন্তান। মাদার তেরেজা ছিলেন তৃতীয় ও সবার ছেট। তেরেজার ছেটবেলার নাম ছিল আফ্রেস গন্জা বয়াজিজ। তাঁর গায়ের রং ছিল গোলাপি।
একারণে তাঁর বড় ভাইয়েরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন গন্জা। গন্জা শব্দের অর্থ ফুলের কুড়ি।

শৈশবে আঁগ্রেস দয়ার কাজ সম্পর্কে বক্তব্য শুনে আকৃষ্ট হন। এরপর থেকে আঁগ্রেস মন্ডলীর কাজে জড়িত হওয়ার প্রতি আগ্রহী হন। তিনি এ বিষয়ে অনেক পড়াশোনা করতে থাকেন। প্রার্থনা ও ধর্মীয় গানে তিনি অধিক সময় ব্যয় করতে থাকেন।

ত্রুটীয় জীবন

যুবতী ধাকাকালেই আঁগ্রেসের মধ্যে গোটা জীবন ইঞ্চুরের কাজে নিয়োজিত করার গভীর ইচ্ছা জেগে উঠে। তিনি একজন পুরোহিতের কাছে গিয়ে মনের কথা বলেন। সেই পুরোহিত তাঁকে জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেন। এরপর ১৮ বছর বয়সে তিনি লরেটো সিস্টার-সংঘের নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন। তিনি ক্ষুদ্র পুঁজি সাধী তেরেজাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই নভিশিয়েট শেষে ব্রত গ্রহণ করে তিনি তেরেজা নাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মিশনারী হিসেবে ভারতে আসেন। সিস্টার তেরেজা কলকাতার সেন্ট মেরী'স স্কুলে শিক্ষকতা করার দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ভূগোল ও শ্রিষ্টধর্ম পড়াতেন। এখানে দরিদ্র ও দৃঢ়ী মানুষ দেখে খুবই ব্যথিত হন। তাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদনের কথা ভাবতে থাকেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে তিনি চিরব্রত গ্রহণ করেন। একবার তিনি দার্জিলিং যাওয়ার পথে ইঞ্চুরের একটি নতুন ডাক শুনতে পান। ইঞ্চুর তাঁকে সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে বলেন। পোপের অনুমতি পেয়ে তিনি লরেটো কনভেন্ট ত্যাগ করেন। এরপর কলকাতা শহরের রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা দরিদ্র লোকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় থেকে তিনি ঐ শহরের অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের রক্ষীদৃত নামে পরিচিত হন। তিনি নীল পাড়ের সাদা শাড়ি পরতে শুরু করেন।

মিশনারীজ অব চ্যারিটি সংঘ

মাদার তেরেজা কলকাতা শহরের বস্তি এলাকার দরিদ্র শিশুদের জন্য একটি ক্লুশ খোলেন। ক্লুশে পড়ানোর পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর দীনদুঃখীদের সেবাদানে নতুন সংঘ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্য তিনি প্রথমে পোপ মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি পেয়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘মিশনারীজ অব চ্যারিটি’ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি ‘নির্মল হৃদয়’ নামে একটি

সেবাকেন্দ্র খোলেন। আশ্রয়হীন ও যরণাপন্ন রোগীদের তিনি এখানে আশ্রয় দেন। নিজ হাতে তিনি তাদের যত্ন করতে থাকেন। খুব দ্রুত তাঁর কাজের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নতুন নতুন সেবাকেন্দ্র খুলতে থাকেন। সংঘের সদস্য সংখ্যাও অনেক বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আশ্রমটি খোলেন। বর্তমানে এদেশে মোট ১১টি সেবাকেন্দ্র আছে। তাঁর সেবাকেন্দ্রগুলোতে অস্থ, নৃলা, বৃক্ষ, কৃষ্ণরোগী ও মৃতপ্রায় মানুষের সেবা চলতে থাকে। প্রতি পদে তাঁর কাজে অনেক বাধা আসতে থাকে। কিন্তু কোন বাধাই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারে নি।

অবহেলিতদের সেবায় মাদার তেরেজা

মাদার তেরেজার হৃদয়টা ছিল বিশাল সমৃদ্ধের মতো। অবহেলিত, অসহায় ও গরিব মানুষদের জন্য মমতা ও ভালোবাসায় তিনি ছিলেন পূর্ণ। একদিন তিনি নোভ্রা এক দ্বন্দ্বের পাশ থেকে একটি মৃতপ্রায় লোককে তুলে আনলেন।

তার সারা গায়ে ঘা এবং দুর্গম্বে ভরা। মাদার তেরেজা তার গায়ের ঘা গরম জলে ধূমে পরিষ্কার করে দিলেন। নিজ হাতে তার সেবা যত্ন করলেন। তা দেখে লোকটি বলল, ‘এই পর্যন্ত আমি বেঁচে ছিলাম রাস্তার কুকুরের মতো। আপনার ভালোবাসা ও সেবা পেয়ে এখন আমি দেবদূতের মতো মরতে যাচ্ছি’। মাদার



দরিদ্রদের সেবায় মাদার তেরেজা

তেরেজা যদি এমন কোন অসুস্থ লোকের কথা শুনতেন যার সেবা করার কেউ নেই, তিনি তখনই সেখানে ছুটে যেতেন। কৃষ্ণরোগী, যশ্চারোগী, অনাধি শিশু, বোবা, বধির ও বিকলাঙ্গ শিশুদের তিনি নিজ হাতে সেবা করতেন। তাদেরকে তিনি গভীর ভালোবাসায় বুকে টেনে নিতেন। অবহেলিত মানুষদের মাঝে তিনি প্রভু যীশুর মুখ দেখতে পেতেন।

পুরকারে ভূষিত মাদার তেরেজা

তাঁর কাজে সব শ্রেণির মানুষ খুবই সন্তুষ্ট ছিল। নানাবিধ পুরকারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। তাঁর মধ্যে সবচেয়ে সমানজনক পুরকারটি হলো নোবেল শান্তি পুরকার। তিনি এই পুরকার পেয়েছিলেন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর। পুরকার থেকে তিনি যত অর্থসম্পদ পেয়েছেন সবই তাঁর সেবাকেন্দ্রগুলোতে দান করে দিয়েছেন।

মাদার তেরেজার মৃত্যু

হৃদয়োগে আক্রান্ত হয়ে মাদার তেরেজা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর ৮৭ বছর বয়সে মারা যান। কলকাতার শিশুভবনে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এসময় পৃথিবীর বড় বড় নেতৃবর্গসহ হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সমাধিস্থানটি বর্তমানে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

ধন্য মাদার তেরেজা

তাঁর সংস্কৃত বেশ কিছু পুরোহিত এবং ব্রাদার সদস্যও রয়েছেন। পৃথিবীর ১৩৭টি দেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি সদস্য আছেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর মাদার তেরেজা ধন্যশ্রেণিভুক্ত হন। খুব শীঘ্ৰই তাঁকে মণ্ডলীর একজন সাধী হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রেম, দয়া, ও সেবার জন্য তিনি চিরদিন সবার হৃদয়ে প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

কী শিখলাম

যীশুর ভালোবাসার কারণে মাদার তেরেজা সেবা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। মানব সেবার উদ্দেশ্যে তিনি ‘মিশনারীজ অব চ্যারিটি’ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক পুরকারে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ১। মাদার তেরেজার সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ কী কী কাজ করেন দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাঁর একটি তালিকা তৈরি কর।
- ২। ভূমি কীভাবে মানব সেবায় অংশগ্রহণ করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শন্যস্থান পূরণ কর

- ক। মাদার তেরেজার বাবার নাম |
 খ। মাদার তেরেজার ছোট বেলার নাম ছিল |
 গ। যীশু খ্রিস্ট এসেছেন |

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

২.১ মাদার তেরেজা লরেটা সিস্টার সংগ্রহে প্রবেশ করেন কত বছর বয়সে

- ক) ১৬ বছর খ) ২২ বছর গ) ১৮ বছর ঘ) ২৫ বছর

২.২ মাদার তেরেজা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন

- ক) ইংল্যান্ড খ) যুগোস্লাভিয়া গ) কলকাতা ঘ) বুমানিয়া

২.৩ মাদার তেরেজার প্রাপ্ত সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার কোনটি?

- ক) নোবেল খ) প্রেসিডেন্ট গ) ভারতরত্ন ঘ) স্বাধীনতা

২.৪ মাদার তেরেজা কাদের জন্য 'নির্মল হৃদয়' নামে একটি সেবাকেন্দ্র খোলেন

- ক) কুষ্ঠরোগী খ) মৃত্যুপথ যাত্রী গ) অনাথ শিশু ঘ) বধির শিশু

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বর মাদার তেরেজাকে কী আদেশ দিলেন?

খ। অসুস্থ এবং মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষের কাছে মাদার কী নামে পরিচিত হন?

গ। গন্জা শব্দের অর্থ কী?

ঘ। দীন দুঃখী মানুষের সেবাদানে কোন সংघ খোলা হয়?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মাদার তেরেজার জন্ম ও শৈশবকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ?

খ। কীভাবে মাদার তেরেজা সেবা কাজের আহ্বান পেলেন?

গ। মাদার তেরেজা কী কী সেবা কাজ করেছেন?

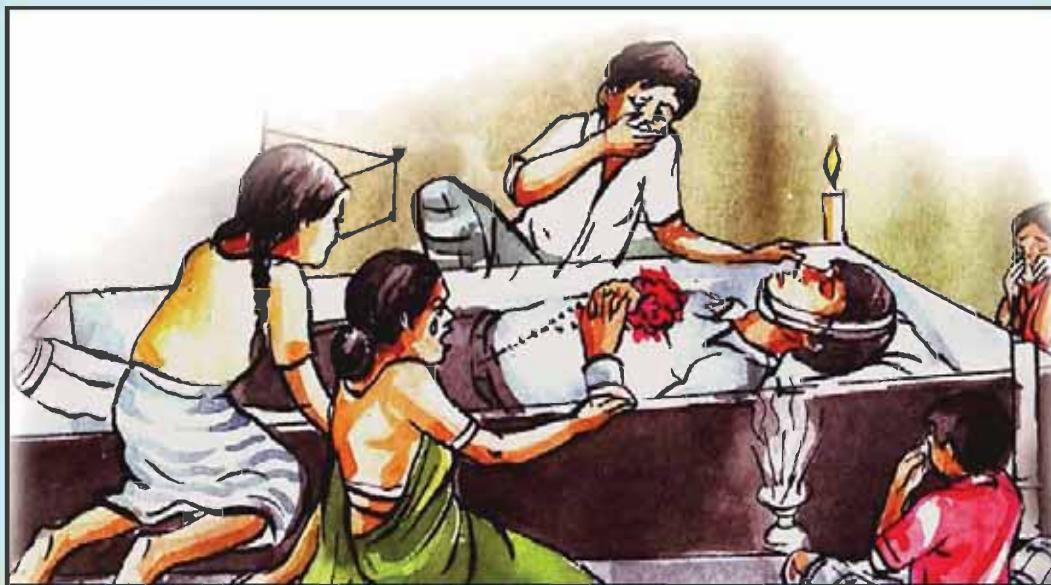
চতুর্দশ অধ্যায়

মৃত্যু ও পুনরুত্থান

আমরা এখনও ছোট শিশু। তবুও আমরা মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করব। কারণ জন্ম নিলে একদিন মরতে হবে। এটাই ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম। একদিন আমাদেরও ডাক আসবে। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে জন্ম নেই না। কেউ নিজের ইচ্ছায় মারাও যাই না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যুই শেষ নয়, এর পরে আছে পুনরুত্থান। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমরা পিতার কাছে যাওয়ার সুযোগ পাই। পিতার কাছে গেলেই আমরা চিরদিন সুখে থাকতে পারব।

জগতে মৃত্যু আসার কারণ

ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন মৃত্যু ছিল না। আমাদের আদি পিতামাতা তখন স্বর্গেই বাস করতেন। কিন্তু তাঁরা পাপ করলেন বলে স্বর্গ থেকে তাঁদের এই পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল। এখানে তাঁদের কঠিন পরিশ্রম করে চলতে হয়েছে। আমাদের আদি পিতামাতার পাপের কারণে জগতে মৃত্যু এসেছিল। তাই ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে দৈহিক মৃত্যুবরণ করতেই হবে।



মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়

দুইটি পথ

মানুষের সামনে
থাকে দুইটি পথ।
একটি স্বর্গের পথ ও
অন্যটি নরকের পথ।
আমাদের স্বাধীন চিন্তা
দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়
আমরা কোন পথে চলব। যারা
স্বর্গের পথে চলে তারা দেহের মৃত্যুর
মধ্য দিয়ে ইশ্বরের কাছে যায়। সেখানে
গিয়ে তারা চিরদিন সুখে বাস করে। কিন্তু
যারা নরকের পথে চলে তারা দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে
নরকে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে তারা চিরদিন অতি কষ্টে দিন
কাটায়।

মানুষের পুনরুত্থান

সুমন তার দাদুকে খুব ভালোবাসতো। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিন আগে মারা গেলেন। দাদুকে
হারিয়ে সুমনের অনেক দুঃখ। সে কিছুতেই তার দাদুকে ভুলতে পারে না। একদিন সে বাড়ির
সকলের সাথে গির্জায় গেল। উপাসনার সময় সে পবিত্র বাইবেল থেকে ইশ্বরের এই বাণী শুনতে
পেলো: “আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত
থাকবে। আর জীবিত যে—কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না।” এর পরে
একটি গান হলো। গানের কথাগুলো হলো:

যে বিশ্বাস করিবে প্রভু যীশুর নামে জীবিত রবে সর্বদাই,
তিনিই পথ, তিনিই সত্য, তিনিই অনন্ত জীবন।

এরপর সে একদিন তার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাছ থেকে পুনরুত্থানের বিষয়ে আরও অনেক



বিষয় জানতে পারল। সে জানতে পারল যে, আমরা সবাই একদিন মৃত্যুবরণ করব। তবে আবার সবাই পুনরুত্থানও করব। এরপর শেষ বিচার হবে। সেখানে ঠিক করা হবে কে স্বর্গে যাবে আর কে নরকে যাবে। তাই আমাদের সকলকে সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে।

সুন্দর জীবন গঠন

সুন্দর জীবন অর্থাৎ চরিত্র গঠনের উপর আমাদের অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। কারণ চরিত্রহীন মানুষের অনেক সুন্দর গুণ থাকলেও তা কাজে আসে না। আবাহাম লিখন বলেছেন, “মানুষের চরিত্র হলো গাছের মতো এবং সুনাম হলো গাছের ছায়ার মতো।” গাছ না থাকলে যেমন ছায়া হয় না, চরিত্র না থাকলে তেমনি সুনাম হয় না। কাজেই সুন্দর চরিত্র গঠন করা অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়ার জন্যও আমাদের সুন্দর জীবন অবশ্যই গঠন করতে হবে। সুন্দর জীবন গঠনের উপায়গুলো হলো:

- ১। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখা
- ২। ঈশ্বরের বাণী অনুসারে চলা
- ৩। প্রতিদিন প্রার্থনা করা
- ৪। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো ঠিকমত পালন করা
- ৫। ক্ষমা করা ও নেওয়া
- ৬। আত্মা বিশুদ্ধ রাখা
- ৭। অভাবী ও গরিব-দুঃখীদের সেবা করা

কী শিখলাম

একদিন আমাদের সকলকেই মরতে হবে। তবে আমরা সকলেই পুনরুত্থান করব। এ পৃথিবীতে আমাদের সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ: কীভাবে সুন্দর জীবন যাপন করা যায় তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। মৃত্যুর পরে আছে ।
 খ। আমিই ও জীবন ।
 গ। মানুষ দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাছে যায় ।
 ঘ। আমাদের সকলকে জীবন যাপন করতে হবে ।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে এলে	ক। জ্বর্গ ও নরক ।
খ। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে	খ। জন্ম নেই না ।
গ। মানুষের সামনে থাকে দুইটি পথ	গ। একদিন মরতে হবেই ।
ঘ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখলে	ঘ। সুন্দর জীবন গড়তে পারব ।
	ঙ। আজ্ঞা বিশুদ্ধ রাখা ।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। পিতা ঈশ্বরের কাছে গেলে আমরা কেমন থাকব?
 খ। আদি পিতামাতাকে কেন জ্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হলো?
 গ। মানুষের সামনে কয়টি পথ আছে?
 ঘ। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা কার কাছে ফিরে যাব?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। সুন্দর জীবন যাপন করার উপায়গুলো কেখ?
 খ। পৃথিবীতে মৃত্যু কীভাবে আসলো?

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিশ্বাসমন্ত্র

বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আমরা যা বিশ্বাস করি তা মেনে চলার চেষ্টা করি। আমরা বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে জানি। এখানে আমরা বিশ্বাসমন্ত্রের অর্থ এবং কীভাবে বিশ্বাসের পথে চলা যায় সেই বিষয়ে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করব।

বিশ্বাসমন্ত্র বা শ্রদ্ধামন্ত্র

বিশ্বাস হলো কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া। ‘মন্ত্র’ অর্থ রহস্য। আর বিশ্বাসমন্ত্র অর্থ বিশ্বাসের রহস্য। আমরা আগে জেনেছি যে, রহস্য এমন একটা বিষয় যা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না বা বাদ দিয়েও চলতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাস করি। যেমন, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাদের জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কীভাবে তিনি করেছেন তা আমরা বুঝি না। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আমাদের পালন ও রক্ষা করেন। তাই আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখি। বিশ্বাসকে অন্য কথায় শ্রদ্ধাও বলা হয়। তাই কখনও কখনও আমরা বিশ্বাসমন্ত্র না বলে শ্রদ্ধামন্ত্র বলে ধাকি। যীশুর প্রেরিতশিষ্যগণ ও খ্রিস্টমন্ডলীর বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলোকে একত্রে প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র বলা হয়।

বিশ্বাসমন্ত্রের মূল বিষয়গুলো

- ১। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সবকিছু তাঁরই অধীনে।
- ২। আমি যীশু খ্রিস্টে বিশ্বাস করি। তিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন। পিতা ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন। যীশু খ্রিস্ট পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানুষ।
- ৩। যীশু আমাদের জন্য যাতনাভোগ করেন ও ক্রুশবিদ্ধ হন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন ও পাপ থেকে মুক্ত করতে চান। যীশু আমাদের জন্য সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করেন।

- ৪। যীশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। পোত্তি পিলাত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। বিনা দোষে যীশু আমাদের জন্য ছুশের উপর মরেছেন।
- ৫। যীশু আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্যও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা। যীশু এ পৃথিবীতে আসার আগে যারা মারা গেছে তিনি তাদের জন্যও মরেছেন।
- ৬। যীশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের বাধ্য থেকেছেন। এভাবে মুক্তির কাজ সম্পন্ন করেছেন। পিতা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জাগিয়ে তুলেছেন।
- ৭। যীশু পুনরুত্থান করে আমাদের সঙ্গে আছেন। বিভিন্ন দয়ালু মানুষের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সাথে আছেন। তিনি আমাদের পাশে থেকে আমাদের রক্ষা ও পালন করেন।
- ৮। যীশু স্বর্গারোহণ করেছেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু হয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমরাও পুনরুত্থান করে তাঁর কাছে যাব। তিনি আমাদেরকে স্বর্গে স্থান দিবেন।



বিশ্বাস স্বীকার ও পাপ পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা নথাইন

- ৯। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি। আমরা মন্দ আত্মার ঘারা চলি না। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলে আমরা মন্দ শক্তিকে জয় করতে পারি।
- ১০। আমি মঙ্গলীতে বিশ্বাস করি। মঙ্গলী একটি দেহের মতো। এর মন্ত্রক যীশু খ্রিস্ট। তিনি মঙ্গলীর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে পরিচালনা করছেন।

বিশ্বাসের পথে চলা

- ক) আমরা জগতের আলো হব। আলো যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনি আমরাও মানুষের অবিশ্বাস দূর করব।
- খ) আমি সকলের সাথে একতাৰক্ষ হয়ে চলব। যীশুর আত্মা একতা আনার জন্য আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। দলাদলি দূর করে আমরা সকলের মধ্যে একতা সৃষ্টি করব।

কী শিখলাম

বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ইশ্বরকে পাওয়া যায়। খ্রিস্টধর্মের মূল বিষয় হলো বিশ্বাস। বিশ্বাসের পথে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ : বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ বলবে।



আমরা জগতের আলো হবো

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। সর্বশক্তিমান পিতা ইশ্বরে আমি করি।
 খ। যীশু সকল মানুষের।
 গ। যীশু খ্রিস্ট পূর্ণ ইশ্বর ও পূর্ণ।
 ঘ। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমরা জয় করতে পারি।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। বিশ্বাসমন্ত্র অর্থ	ক। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন
খ। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই	খ। ক্রুশের উপরে মরেছেন
গ। যীশু আমাদের জন্য	গ। যীশু খ্রিস্ট
ঘ। মণ্ডলীর মস্তক	ঘ। ইশ্বরকে পাওয়া যায়
	ঙ। বিশ্বাসের রহস্য

৩। সহকেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। কে যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন?
 খ। বিশ্বাসকে অন্যকথায় কী বলা হয়?
 গ। বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলোকে একসঙ্গে কী বলা হয়?
 ঘ। মন্ত্র অর্থ কী?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ৫টি মূল বিষয় নিম্নের ভাষায় লেখ।
 খ। বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ লেখ।
 গ। বিশ্বাসের পথে কীভাবে চলবে?

ମୋଡ୍ଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଭୂମିକଞ୍ଚ

ପ୍ରାକୃତିର ମଧ୍ୟେ କଥନଓ କଥନଓ କିଛୁ ଦୂର୍ଘଟନା ସଟେ । ସେମନ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାଡ଼, ଟର୍ନେଡୋ, ହାରିକେନ, ବନ୍ୟା, ଖରା, ସୁନାମି, ଭୂମିକଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଗୁଲୋ ସଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମେ । ଏଗୁଲୋକେ ଆମରା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୂର୍ଘୋଗ ବଣି । ଏସବ ଦୂର୍ଘଟନା ମାନୁସ, ପଶୁପାଖି, ଫସଳ, ଧନସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ । ଏଗୁଲୋର କାରଣେ ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ମାନୁସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ । ଏଗୁଲୋ ପରିବେଶକେ ନାନାଭାବେ କ୍ଷତିଗାସ୍ତ କରେ । ଏସବ କାରଣେ ଦେଶେର ଅଗ୍ରଗତିର ପଥେ ବାଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ଏଥାନେ ଆମରା ଭୂମିକଞ୍ଚେର କ୍ଷତିକର ଦିକସମୂହ ଓ ଭୂମିକଞ୍ଚେର ପର ଆମାଦେର କରଣୀୟ ସମ୍ପର୍କେଓ ଆଗୋଚନା କରିବ ।

ଭୂମିକଞ୍ଚେର ସମୟ କରଣୀୟ

ଘରେ ଥାକଲେ ମଜ୍ବୁତ ଟେବିଲ୍, ଥାଟ ବା ସୋଫାର ନିଚେ ବସେ ବା ଶୁଯେ ପଡ଼ୁଥେ ହବେ । ଯତକ୍ଷଣ ଭୂମିକଞ୍ଚ ନା ଥାମେ ତତକ୍ଷଣ ସେଖାନେଇ ଥାକତେ ହବେ । ପ୍ଲାସେର ଦରଙ୍ଗା-ଜାନାଳା, ଆୟନାର କାହ ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକତେ ହବେ । ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରା ଥେକେ ବିରାତ ଥାକତେ ହବେ । ଭୟକ୍ଷୁପେର ନିଚେ ଆଟକା ପଡ଼ୁ ଗେଲେ ସଜ୍ଜେ ବଁଶି ଥାକଲେ ତା ବାଜାତେ ହବେ । ନତୁବା ପାନିର ପାଇପ ବା ଦେୟାଲେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଆଘାତ କରତେଇ ଥାକବେ । ଏଗୁଲୋ ସମ୍ଭବ ନା ହଲେ ଚିତ୍କାର କରତେ ହବେ ।

ଭୂମିକଞ୍ଚେର ପରେ କରଣୀୟ

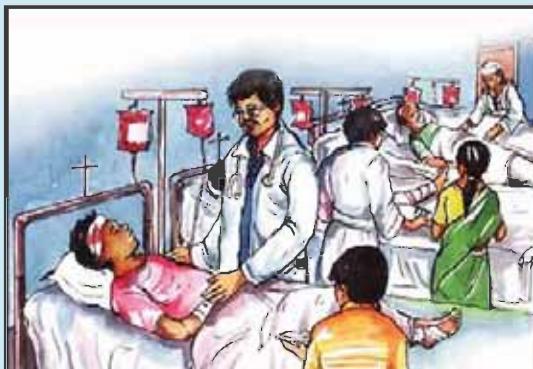
ଭୂମିକଞ୍ଚ ଥେମେ ଗେଲେ ଚାରିଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖିତେ ହବେ ବେର ହେଯା ନିରାପଦ କି ନା । ନିରାପଦ ହଲେ ଘର ଥେକେ ବେର ହତେ ହବେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେକେ ଶାନ୍ତ କରତେ ହବେ । ଆହତ ବା ଆଟକେ ପଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଉଦ୍ଧାରେ ସହାୟତା କରତେ ହବେ । ବିଶେଷତ ଶିଶୁ ଓ ବୟକ୍ତିଦେରକେ ଆଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ହବେ । ପ୍ରୋଜ୍ଞନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଦେରକେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିତେ ହବେ । ବେଶି ଆହତଦେରକେ ଏକ ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା ନା କରେ ଏକ ଜାୟଗାୟ ରେଖେ ଦିତେ ହବେ । ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଡାକତେ ହବେ । କୋଥାଓ ନିଭିୟେ ଫେଲାର ଯତୋ ଛୋଟଖାଟ ଆଗୁନ ଥାକଲେ ତା ନିଭିୟେ ଫେଲାତେ ହବେ । କାରଣ ଭୂମିକଞ୍ଚେର ପରେ ଅନେକ ସମୟ ଆଗୁନ ଲେଗେ ଯାଇ । ବ୍ୟାଟାରୀ-ଚାଲିତ ରେଡ଼ିଓ ଥାକଲେ ତା ଚାଲାତେ

হবে। উদ্ধার সম্পর্কে জরুরি খবর শুনতে হবে। সমৃদ্ধ তীরবর্তী স্থানে থাকলে সুনামি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। গ্যাসের গুরু পেটে সাবধানে গিয়ে গ্যাসের মূল লাইন বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর সেখান থেকে দূরে সরে যেতে হবে। কারণ আগুন লাগার সম্ভাবনা আছে। কোন বিদ্যুতের লাইন ছিঁড়ে গিয়ে থাকলে বিদ্যুতের মূল লাইন বন্ধ করে দিতে হবে।

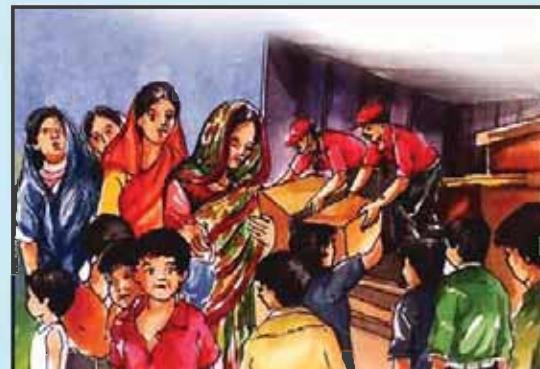
উদ্ধার ও সেবা কাজে সহায়তা

প্রায়ই ভূমিকঙ্গের কারণে ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়। তখন সবচেয়ে বেশি দরকার হলো:

- ১। আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করা
- ২। আহতদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া
- ৩। ডাক্তার ও নার্স উষ্ণ নিয়ে আসা। আহতদের সেবা করা
- ৪। খাবার, পানীয় ও কাপড়চোপড় বিতরণ করা
- ৫। ভীত মানুষকে সামনা দেওয়া



আহতদের চিকিৎসা ও সেবাদান



আগ সামগ্রী বিতরণ

কী শিখলাম

ভূমিকঙ্গ হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। সেখানে মানুষের কোন হাত নেই। ভূমিকঙ্গের সময় আমাদের করণীয়গুলো মনে রাখতে হবে। ভূমিকঙ্গের পর সেবাকাজে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ: ভূমিকঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের কী কী ভাবে সাহায্য করা যায় তার একটা তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকঙ্গ এগুলোকে প্রাকৃতিকবলা হয়।
- খ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশকে নানাভাবে করে।
- গ। ভূমিকঙ্গের পর আহত মানুষদেরস্থানে নিয়ে যেতে হবে।

২। সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

- ২.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষ, পশুপাখি, ফসল, ধনসম্পদ ইত্যাদির
 (ক) নিরোধ করে (খ) অপচয় করে (গ) ক্ষয় করে (ঘ) ক্ষতি সাধন করে

২.২ সমৃদ্ধ ভীরবর্তী স্থানে থাকলে সচেতন থাকতে হবে

- (ক) বন্যা সম্পর্কে (খ) ভূমিকঙ্গ সম্পর্কে
- (গ) সুনামি সম্পর্কে (ঘ) ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে

২.৩ ভূমিকঙ্গের পর ভীত মানুষকে দিতে হবে

- (ক) অভয় (খ) সান্ত্বনা (গ) আশা (ঘ) ভালোবাসা

৩। সৎক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। পাঁচটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদ্ধারণ দাও।
- খ। ভূমিকঙ্গের পর কাদের আগে সাহায্য করতে হবে?
- গ। ভূমিকঙ্গের পর কী কী জিনিসপত্র বিতরণ করা দরকার ?
- ঘ। সেবা বিষয়ে যীশু কী বলেছেন।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- ক। ভূমিকঙ্গের সময় কী করণীয় তা লেখ।
- খ। ভূমিকঙ্গের পরে কী করণীয় তা বর্ণনা কর।
- গ। ভূমি কীভাবে উদ্ধার ও সেবা কাজে সহায়তা করতে পার তা লেখ।

সন্তান অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টান শহিদ

আমাদের প্রত্যেককে ইশ্বর স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে আমরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে ভালোবাসি। আমাদের মাতৃভূমিকেও আমরা স্বাধীন রাখতে চাই। কারণ ইশ্বর আমাদেরকে এই মাতৃভূমিটি দিয়েছেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, তা আমরা নিজের চোখে দেখি নি। বড়দের কাছ থেকে, রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ বা বই থেকে আমরা জেনেছি। আমরা জানি, আমাদের দেশের অনেক মানুষ শহিদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে খ্রিস্টান শহিদও রয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের প্রদর্শ থাকা দরকার। এ জন্য তাঁদের সম্পর্কে আমাদের আরও ভালো করে জানা দরকার।

মুক্তিযুদ্ধ কী ?

পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা আমরা শোষিত হচ্ছিলাম। আমরা ছিলাম পরাধীন। এই শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের দেশের মানুষ একত্ববন্ধ হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন।

ঐ বছরের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের দেশে গণহত্যা শুরু করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারা অনেক মানুষ হত্যা করেছিল। বহু বাড়িঘর তারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিয়েছিল। তাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমাদের দেশের মানুষ যুদ্ধে নেমেছিল। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছি। এই যুদ্ধকে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধ। দেশকে স্বাধীন করার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাদের আমরা বলি মুক্তিযোদ্ধা। যাঁরা তাঁদের অমূল্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আমরা বলি শহিদ।



শ্রীষ্টান শহিদ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্মের মানুষ যোগ দিয়েছিল। সবাই তখন দেশকে মুক্ত করার চিন্তা করেছে। কে কোন ধর্মের, তা কেউ চিন্তা করেনি। চিন্তা করেছে শুধু কীভাবে পাকিস্তানিদের পরাজিত করা যাবে। কীভাবে আমাদের প্রিয় দেশটাকে মুক্ত করা যাবে। মুক্তিযুদ্ধে শ্রীষ্টানদের অবদান প্রচুর।



ফাদার ইতাল্স সি এস সি

অন্যদের মতো শ্রীষ্টানরা দুইভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ সরাসরি যুদ্ধ করেছেন, আবার কেউ কেউ আড়ালে থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্তত ২৪ জন শ্রীষ্টান এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজন পুরোহিত রয়েছেন। পুরোহিতদের নাম হলো: ফাদার উইলিয়াম ইতাল্স, সি.এস.সি., ফাদার লুকাস মারাভী এবং ফাদার মারিও তেরোনেসি,



ফাদার লুকাস মারাভী

এসএক্স। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক ধর্মপন্থীতে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সেবা দিয়েছেন। টাকা পয়সা দিয়ে সহায়তা করেছেন। যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছিল তাদেরকে তারা ধর্মপন্থীতে বা কুলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নাবান্না করে দিতেন বা খাবার পৌছে দিতেন।



ফাদার মারিও তেরোনেসি

সকলের লক্ষ্য দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

আমাদের লোকেরা প্রাণ দিয়েছেন দেশকে স্থাধীন করার জন্য। এরপরের কাজ হলো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমরাও সকলে গণতন্ত্রকেই পছন্দ করি। কারণ গণতন্ত্র সবচেয়ে ভালো শাসনব্যবস্থা। অধ্যাপক সিলী বলেন, গণতন্ত্র বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণ থাকে। শাসনব্যবস্থায় সকলের অংশগ্রহণ কীভাবে থাকে? দুইভাবে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে। কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। যেমন, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর্কণ। তারা দেশে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। সকল মানুষের নিরাপত্তা দান করেন। দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। এসব কাজ তারা আদেশ দিয়ে পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষভাবে সকলেই দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

যেমন, ভোট দিয়ে শাসনকর্তা নির্বাচন করার মাধ্যমে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি।

নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে এবং প্রার্থনার মাধ্যমেও আমরা সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারি।

গণতন্ত্র কেন ভালো শাসনব্যবস্থা

- ১ | গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল মানুষ নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারে
- ২ | জনগণের ইচ্ছা অনুসারে সরকার পরিচালিত হয়
- ৩ | সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন
- ৪ | এখানে আইনের চোখে সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সমান
- ৫ | সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক সুন্দর থাকে
- ৬ | ছোট ছোট দল তামে তামে থাকে না
- ৭ | নিজ নিজ গুণ বিকাশের বেশি সুযোগ পাওয়া যায়
- ৮ | দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সুযোগ বেশি থাকে।

আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। সকল মানুষ প্রকৃত স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করুক। দেশের উন্নতি হতে থাকুক। আমরা যেন সকলে ভালো মানুষ হতে পারি। দেশকে যেন আরও উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারি।

কী শিখলাম

দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। অনেক শ্রিষ্টান মানুষও শহিদ হয়েছেন। আমাদের দেশের জন্য গণতন্ত্র সবচেয়ে সুন্দর শাসনব্যবস্থা।

পরিকল্পিত কাজ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন এমন পাঁচজনের নাম লেখ।

অনুশীলনী

- ১ | শূলাস্থান পূরণ কর
- ক। আমরা হাতে বন্দী ছিলাম।
- খ। জাতির জনক বঙ্গাবস্থা ডাক দিয়েছিলেন।
- গ। গণতন্ত্র সবচেয়ে ভালো।

শ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষ। ২৬ শে মার্চ আমাদের |

ঝ। আমাদের বিজয় দিবস |

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। মুক্তিযুদ্ধে যারা তাদের অঙ্গ দিয়েছেন	ক। মতামত প্রকাশ করতে পারে।
খ। দেশের শাসনব্যবস্থায় সকলে	খ। অধিকার আদায় করতে পারে।
গ। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল মানুষ নিজ নিজ	গ। তাদের আমরা বলি শহিদ।
	ঘ। দুইভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩। সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল:

(ক) ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে (গ) ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে

৩.২ ফাদার উইলিয়াম ইতাল, সিএসসি, কাদার লুকাস মার্লাভী এবং ফাদার মারিও

ভেরোনেসি, এসএক্স এই তিনজন ফাদার হলেন:

(ক) বিদেশি বণিক (খ) শহিদ (গ) মুক্তিযোদ্ধা (ঘ) সাধু

৩.৩ অধ্যাপক সিলী বগেন, গণতন্ত্র বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বুবায় যেখানে সবার

(ক) চাকরি আছে (খ) নকুল্য আছে (গ) ভূমিকা আছে (ঘ) অংশগ্রহণ আছে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উভয় দাও

ক। মুক্তিযুদ্ধ কী?

খ। কাকে শহিদ বলা হয়?

গ। কত মাস যুদ্ধ করার পর দেশ বিজয় অর্জন করেছে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উভয় দাও

ক। মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান লেখ।

খ। গণতন্ত্র কেন ভালো শাসনব্যবস্থা কারণগুলো লেখ।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩-শ্রি

সুন্দর আচরণই পুণ্য



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত—বিক্রয়ের জন্য নয়।